ভট্টাচার্য্য

পাহাড়ী

# উত্তরপঞ্চাশ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য







সম্বোধি পাবলিকেশান্‌স
প্রাইভেট লিমিটেড

P. K. Roy
Rs. 5.00

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৬৩,

প্রকাশক
শ্রীরমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সম্বোধি পাবলিকেশানস প্রাইভেট লিমিটেড
২২ স্ট্রাণ্ড রোড
কলকাতা ১

মুদ্রক
শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচায
তাপসী প্রেস
৩০ বিধান সরণী
কলকাতা ৬

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীধ্রুব রায়

দাম
পাঁচ টাকা

বটু, রাণু, নাণ্টু-কে

# লেখকের নিবেদন

সময়ের দু'টি মাপে চোখ রেখে 'উত্তরপঞ্চাশ' নাম দেওয়া হল। এক : আমার বয়সের মাপ ; দুই : এ শতকের বয়সের মাপ। বয়সের মাপে 'উত্তরপঞ্চাশ'-এ যে কবিতাগুলো লেখা—'জর্নাল' থেকে যার শুরু—তা হয়ত চেহারা বদল করেছে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

# সূচীপত্র

# জন্মদিনের কবিতা

রোগের রোদন শুনি আবহমানের পথে পথে।
জানিনে আহ্বান করে মন
কোন্ বৃক্ষ কী ওষধি যার দেহ জীবন-শপথে
পূর্ণ তাই চায় নিষ্পেষণ।
কোথায় বিশল্য আর কোথায় বা চক্র পাব আমি
মর্ত্য ছেড়ে স্বর্গে যাই পাতালেও নামি
রোদন-রতির স্মৃতি নিয়ে।
আকাশের বাঁকা চোখে কাঁদে আলো ইনিয়েবিনিয়ে
পাইনে সে সুদর্শন অথবা লাবণ্য কোনো অঙ্কুরের শ্যামল আভায়,
আমারে কেবলি নিচে ভূগর্ভে নাবায়
মনির খনির অন্ধকার।

অন্ধকারে জোনাকিরা জ্বলে।
যেন লতাগুল্মেগাছে তারামাছ রাত্রির অতলে।
জোনাকিরা আলো নয় নক্ষত্রের সূর্যের মতন,
জীবন, আঁচল-ঢাকা দীপ, তবু আগুনেরই জ্বলা আর নেভা,
আছে ম্লান তরঙ্গিত উত্থান-পতন
তা-ও ছন্দ হয়, দেয় সঙ্গীতের সেবা
ক্লান্ত স্নায়ু-তন্ত্রীরে বুঝিবা।
বিবিদ্যুত গৃহকোণে যারা রম্ভানিভা
বুঝি-বা আরম্ভ করে নৃত্য কোনো রজনীর অন্তিম প্রহরে।
আমার ইটের ঘরে
শ্রুতির অতীত শত তারার গুঞ্জন
ত্রিযামা-জীবন-ব্যাপী করেছি ভুঞ্জন
মুছে ফেলে অশ্রুজল বিস্মিত হীরক-হাসি মেখে চোখে-মুখে।

তাই ভবিষ্যৎময় আজ এক অতীত কৌতুকে
তোমারে শোনাই, নারী, গান
তোমার হৃদয়ে প্রতিধ্বনি পাওয়া ভিষকের ভীষণ সম্মান॥

## যাত্রা

**শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত শ্রদ্ধাস্পদেষু—**

বাষ্পযানে জ্বলে চোখ, অন্ধকারে বাঘের ব্যগ্রতা,
মুহূর্ত কাঁপছে যেন জীবন-মরণে একাগ্রতা।
কথাও ফুরোলো যদি, চালকের পদপাতে রথ
দ্রুতগতি কাল-মুখে। অট্টালিকা হেলে দেয় পথ,
সহস্র রহস্যদ্যুতি হিংস্র চোখ ঠেলে অনিবার
অন্ধকার সঙ্গী হয়ে ধুলো-ধ্বনি তুলছে শিবার।

...

রজনীরন্ধ্র তমসবন্ধ
বিকীরিত তারা হবে কি অন্ধ
উচ্চহাস্যে চক্রলাস্যে তিমিরা?
শার্দূলদোলে বিক্রীড়া তোলে
ভোলে মহাকাশ দৃষ্টি নিতলে,
লুব্ধতা-ক্ষণে লব্ধতা-মনে শ্রীমীরা।
বর্ষে আলোক সঙ্গীতি-চোখ
পুষ্পপর্ণ যেন নির্মোক
গলে মহাকাল পাষাণবদ্ধ—
ভুজঙ্গ বেশে শেষাপিনদ্ধ সিতারা।
গৃহ-গুম্ফায় যার ঘুম পায়
সে-ও উজ্জ্বল অনুকম্পায়,
আকাশ চলছে ভাবে শম্পাতী চিতারা

...

বহুদিন আগে, মনে পড়ে
এ-রাত্রি তোমার ছিল, মিতা,
তুমি তাকে উড়িয়েছ ঝড়ে
বুকে নিয়ে চিতা।

সে-আগুন কার চোখে আজ
তোমার মনের অধিরাজ
খুঁজে পায় দেখছ কি তুমি
হয়ে মরুভূমি ?

. ...

লোকালয় গজভুক্ত। এখন ছায়ার গাছে সারি
গঙ্গার পুলিনে গাঁথা বালুভিতে গয়না, সুপারি
নারিকেল, কলা, ঝাউ, শৌখিন উদ্যানময় প্রেত।
সেখানে বাষ্পীয় যান থেমে গেছে, থামার সঙ্কেত
ইতস্তত কাদামাটি দিয়ে গড়ে মাটির মোহর
ইতিহাস : অতীতের চৌহাজারী বছুরে শহর।
আজকের অভিমানী মনোরথ ক্ষিপ্রতাকে নিয়ে
অনাদি ক্ষপার দিকে, আনবে কী কথিকা ছিনিয়ে
নিজেই জানে না, দিক্-চক্র-গজ সব গুড়ো ছায়া,
বলয়ে দাঁড়িয়ে আছে বসন্তের দূতীর অকায়া।

...

খোলো খোঁপা খোলো বেণী-চুল
আমি ত করিনি তবে ভুল   দেখব দেখাও,
তোমার গলায় সাপে দাগ
কাটলে কেতকী-অনুরাগ   আমায় শেখাও।
দিশা কি পেয়েছ কোনোদিন,
বাহুতে সাঁতার-দূরবীণ   এনেছ কি দেখি ?
তারপর করো এই পণ :
ভাঙবে না গীতা-আয়োজন   হবে না বিদেহী !

...

পথের শপথের সময়-দিক্-দেশ নয়ত ধূ-ধূ
বলয়ে শুনবে না যদি-বা তার সুর প্রলয় শুধু।
কাঁকন-ঝঙ্কার শুনবে তবে দাও নৃত্য-তাল
আমিও জানি হতে ধরণী-কম্পিতা তালমাতাল।

পাতালে সঞ্চিত মনের হীরা যদি কান্না হয়
কোথায় কথাকলি ফুটবে তবে আর হৃদয়ময় ?

...

দ্রুতযান শ্লথ-গতি। কী মন্ত্র মন্থর ভুরু-পাশে
জানে না ব্যাঘ্রের চোখ শুধু তন্দ্রা ছন্নতা-বিলাসে
যেন বহুভুক্তি শেষে রক্ত-মেদে-বিষে মিশে সুধা।
একান্ত কুটুম্ব হয়ে পশে ধীরে-ধীরে যে বসুধা
তারও নেই জ্ঞাতি। একে একে সব অরণ্যের সাধ
আচ্ছন্ন জলের রেখা হয়ে তোলে তৃষ্ণার নিখাদ :
দুই নীর না কি দুই-তীর-বাঁধা একটিই নদী
মনের গহনে থেকে ঢালে জল মরণ-অবধি ?
জল, জল। পথ নেই তেল ফিরে যেন তিলফুল
ধূসরাভ রাত্রিময়, সূর্যে শ্বেতকৃষ্ণে সমাকুল।

...

যোজনের স্বপ্ন মুছে অবতীর্ণ এখানে দু'জন
নীলকণ্ঠ পাখি ডাকে, আয়োজিত আকাশ-কূজন ॥

## নিরালোকে

আমার এ-টেবিলের পাশে,
আমার চেয়ারে রেখে হাত,
এসেছিল জ্যোৎস্নার রাত
দূরের নীলচে রঙ মেখে,
যে- রঙ থাকতে পারে দিনের আকাশে
মেঘের রেশমে মুখ ঢেকে।

একটি মেয়ের মুখে রাত
মেঘের দিনের মতো ভারি।
অনেক দিনের মুখে পারি
ঢেলে দিতে মেয়েদের মেঘ
চোখ থেকে জলেরও প্রপাত,
পারিনে ধরতে শুধু রাতের আবেগ।

টেবিলের আশেপাশে আজ
মেঘ থেকে আসে বহু জল,
সোনালি-রুপোলি আলো হয়তো সলাজ
চেয়ারে লোকটা লিখে চলে
জ্যোৎস্নার কথা অবিকল,
বীতরাগে দিনগুলো জলে॥

## তুমি-আমি

॥ এক ॥

খানিকটা জল তুমি তবু কী যে সমুদ্রের শ্রুতি
পাহাড়ের কোলে ছিলে ব'লে
তোমার দ্বীপে কি আছে পাহাড়ের উত্তাল আকৃতি
তুমিও হারাও সব রঙ ধূ-ধূ সবুজেই দোলে।

॥ দুই ॥

একটি নবোঢ় হাত আমার হাতেই তার মন
প্রৌঢ় হ'তে-হ'তে আজ লোল
আসছে বসন্ত আর বর্ষার কল্লোল
গাছের পাতায় আর শাখায় তেমনি সব দোল
শুধু হাত থেকে চ'লে গেছে সমীরণ।

॥ তিন ॥

কী নেব তোমার চোখ থেকে
কোন দিকে চাওয়া ?
আমার মুখেই ছায়া রেখে
দু'পাশে কুড়োতে পারো, জানি,
আলো আর হাওয়া ;
মনে তাই কালোকে বাখানি।

॥ চার ॥

তোমার তনু যে পিছে টানে
যতই এগোয় মন তত বেশি জানে
তত বেশি জাগে রাত, জানো কি লাইলি,
মজনু লিখছে লাইন তবু নিরিবিলি !
হয়তো হলুদ হবে চিঠি
দিলের ছোঁওয়া না পেলে, ক্ষতি নেই তাতে।

তুমি-আমি আসব যে সব দিনে-রাতে
কাগজ না থাকলেও থাকবে তা কাজে পিঠাপিঠি।

॥ পাঁচ ॥

আমার টেবিলে ছিল শীত
তোমার বসন্ত ফুল বিনে
কি করে যে জানলে জানিনে
পেতে দিয়ে গিয়েছিলে বসন হরিৎ।

রঙ-ছুট কাপড় ক'দিন
একটি ফুলের মন রাখে
ভুলে গেছি আজ যে তোমাকে
তুলতে না পেরে প্রিয় পাড়ে রাঙা ঋণ॥

# বিকেলবেলায়

ফিরে কি পেয়েছ কিছু ঘুম-চোখ ছাড়া ?
কেউ কি দিয়েছে সাড়া
যারা ছিল দিনের শৈশবে ?
আমার স্বপ্নের শিশু দিনের শিশুকে হাতড়ায়,
পায় যেন সব স্বাদ একটি নিখুঁত অবয়বে
ছোট এক শহর-পাড়ায়।

পাহাড়ের, সরোবর দিঘির আড়ালে
ছোট-বড় ক'টি মাছ আটকায় হৃদয়ের জালে।
তেলাকুচ, জামদানী ঠোঁট
হয় একজোট।
ডালিম ফুলেও ভুল করে যেন কথা বলে যায় বুলবুলি
করমচায় নেমে-আসা নরম লালচে মোমগুলি
মুখ হয়ে, ছুটে চলে কাচপোকা ধরবার হাওয়া,
কলাবউ, কড়িখেলা ফেলে শেষে বড়ো হয়ে যাওয়া।

রাজারানীময় দিন এমন জাঁকালো
দিনের শৈশব থেকে দিয়ে যায় আলো
বিকেলবেলায়
সে বিকেল ছবি আর কথা বয়ে নিয়ে যায় শেষের ভেলায়

## লেকের সন্ধ্যায়

একটি নদীকে পথে মরু পেয়ে মরে যেতে দেখেছি যখন
ভাবিনি তোমাকে—সেই তোমাকে আবার পাবে মন
এখানে লেকের কাছে।
বাতি জ্বলে নগরের, রাত্রি জ্বলে আশে-পাশে কাছে
ধরে থাকে পাতা-ফলে জলো আলো বাতাসের মুখেও আড়ালে।

কোথায় বা ছিলে আর কেন বা দাঁড়ালে
হঠাৎ ঘাসের থেকে হাঁসের গ্রীবায় উঁচু ছায়া হয়ে, চোখে
শুষে পেছনের দিন, তামার আলোকে
শরীরের সব কালো ঢেকে!

তোমাকে সজল রেখে
যাবো না যে সেই ভয়ে নেভে কাকবাসাতে গাছের
সবুজাভা, তবু ভাবি এখানেই শুরু
তোমার প্রথম কথা, আমার শেষের দুরুদুরু!

## কলকাতায় আজীবন

সেই দিন আর আসবে না।
বাগানে থাকত যদি হেনা
তারি ফুল দিত স্বপ্ন নীল
ফল রঙ দিয়ে যেত সবুজ-কমলা,
ওই ফল-ফুল নিয়ে মনে-মনে কত কথা বলা !

আসবে না কাছে উড়ে চিল
একটি পালকে তার দিয়ে যেতে দেনা।
মেটে কাগজের নাম ছিল বুঝি বালি
তার গায়ে মিহিমোটা লেখা পেতে ফোঁটা-ফোঁটা কালি
আর পড়বে না,
পাখের কলমে সাধ ফিরবে না বুঝি !

আজ কত কথা-লেখা খুঁজি
মহানগরীর গলি, উপগলি, শাখাগলি বেয়ে
ভাঙা পাঁচিলের গায়ে শ্যাওলার ছবি থাকে চেয়ে
বলে ছোটবেলাকার পুঁজি
এখানেও ছিল, ছিল স্বপ্নে-দেখা মেয়ে ॥

## পাওনা ছুটি

স্বপ্নে নয় কোনো এক ছুটিতে পাব কি
হরিণের বন আমলকী
পাহাড়ের ঢালুতে গড়ানো।
কাছে জলা পদ্মগন্ধ গায়ে মেখে থাকে,
দূরের ওপার হতে ঝাউ-এর গানও
এসে শিরশির করে ঢেউ দেবে বুকে।

মোটের উপর বটগাছের যৌতুকে
সে-দেশ সবুজ নয়, ডুমুরের কচি মুখ আঁকে
অনেক পুরনো দিন অনেক পুরনো ফলশ্রুতি,
সেখানে কপোত-ভোর দ্বারে দ্বারে জাগার আকূতি
দিয়ে দুপুরের ঘুঘু-নিদালি ছড়ায়।

যে দূর-স্থানের কাল সুদূর জড়ায়
তার কাছে ছুটি-মনে খানিক সময়
ধার নিতে পারবে কি সময়ের বহু অপচয় ?

তুমি আমি সেইখানে—
( তুমি ছাড়া সে-ছুটির নেই কোনো মানে )
হয়ত গেলাম, পথে রাত্রি হয়ে গেলো ;
'সকলি গরল ভেল'
মনে-মনে বলবে হৃদয়
জ্যোৎস্না আর হাওয়া যদি লেবুফুলে গন্ধ মেখে রয়
মনে হবে—সে-হাওয়া কি আমাদের মন —
যে- মন প্রথম-জাগা সাপলার বন ?

## নিদ্রিতাকে

একটি পূর্ণিমা-রাত্রি তোমার ঘুমের শব্দ শুনে
এখন আমার ভোর হলো।
বলব না এখনো, গা তোলো,
পাছে মনে ক্ষণগুলো তুলতে না পারি গুনেগুনে।
পাছে ভুলে যাই মৃদুশ্বাস
মেঘের ছায়ার মতো, বুকের আকাশ
সুদূর করেছ যাকে পেয়ে।
পাছে ভুল করি তুমি আমার খুশিতে শুধু উঠেছিলে নেয়ে
তোমার বৃষ্টিতে ভিজে নয়,
তাই চাই খানিক সময়।

ক্ষণেক সময় দাও জানতে তোমায়
যে-তুমি তোমারও নয় জানা।
তোমার কথার আর দেখার সজাগ শত মানা
দানা বেঁধে মুক্তো হয়, তার অলঙ্কার
ঠাঁই নেয় মুখভরা শুধু উপমায়!

তা সব ভুলতে দাও তবে যদি ছবি হয় নিখুঁত, নির্ভার ॥

## সান্ধ্য সঙ্গীত

**জীবনের খেয়াল**

মৃত্যু এক চিল,
চোখে তার দুই ফোঁটা কিরণ-সলিল।
কণ্ঠে স্বর কত যে সুদূর
সুরার মতন ঢালে স্নায়ুতে আবার
অজস্র তারার নিভে-আসা মৃদু অন্ধকার-ধ্বনিত নূপুর।

মৃত্যু-চিল ঝাঁপ দেয় পেয়ে বুঝি পৃথিবীর নীল।

ফিরে কি যাবার
সাধ হয় প্রাণ নিয়ে অপ্রাণের দেশে?
তাই মৃত্যু থাকে ভালোবেসে
রুপোলি জীবন, তার প্রাণের নিখিল।

উঠে এসো জলকন্যারা
এসো ঘাসে বন-বিছানায়
তোমরাই হ'তে পারো তারা
যা জানো না দু'জন জানায়।

মৃত্যুর সমুদ্র-নীল থাক না আকাশে পাখা মেলে,
তুমি সাগরিকা, আমি মাটির তিতির,
হৃদয় জড়িয়ে নেবো নীলা অতিথির
মনোময় কোনো সন্ধ্যা পেলে॥

**মৃত্যুর ধ্রুপদ**

এখনো সমুদ্র মনে পড়ে,
পূর্ণকুম্ভা পৃথিবীর মুখ।
অপহৃত হৃদয় উৎসুক
হয়ত এখনো, দিবারাত্রিতে শিহরে।

পৃথিবীর হৃদয়ের ক্ষত
হয়তো বা এতদিনে আকাশের সময়ের মতো।

মনে পড়ে :
আমার জলসাঘর,
মুক্তা-কন্যা মীন-চোখ ডাগর ডাগর,
পাল তুলে দূরে যায় ভেঙে পড়ে হাজার শীকরে।

তা-ও মনে পড়ে :
কে যেন ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে সবুজে
আয়-আয় ডেকেছিল কাকে খুঁজে-খুঁজে
তবু সে-সমুদ্র ছেড়ে কেউ—
অরণ্যের নীল হতে লীলায়িত ঢেউ—
ফেরেনি পাতার ঘরে।

মাটিতে কি আর জল আছে ?
দুপুরের ছায়া আর বিছানো কি গাছে
এখনো তেমন হয় ?
আছে কি এখনো ফুলরাঙা স্মৃতি মেখে সেই মেয়ের হৃদয় ?

# শিকার

তোমার বুক কি শেষ-নিঃশ্বাসে এমন মোলায়েম !
আমি সে- মুহূর্তে তবে মৃগয়ার প্রেম
পেয়েছি পুরনো দিন খুঁড়ে ?

আমার থাকার চেয়ে তোমার না-থাকা ব্যবধান
সেদিনও অনেক দূর, ব্যাধিনী এ-রাত্রি ভরা গান
তখনো আলোর স্বরে নিরাশ আকাশ দেয় পুড়ে ।

আর কি নিঃশ্বাস ফেলো ঘুমের নিষ্ফল হাওয়া জুড়ে !
আর কি তোমার হাত বিছানো সে অন্ধকার হ'তে
আবার আমার মৃত্যু-প্রতীক্ষার স্রোতে
আঙুলে আগুন-শিখা পাবে ?  পেলেও তো নেই আর
পাবার যা, বাষ্প হয়ে উড়ে যায় কালো পারাবার !

আমি শুরু করি ফের পৃথুল উদ্যানে ;
দ্রুতযানী নূতনের শিকারের ধ্যানে
খুঁজি অন্যমনা পৃথিবীরে ;
আসবে তেমন সিঁড়ি নেই ।
জানো না যে এ- শরীরও তীরভ্রষ্ট সেই মুহূর্তেই
যখন এসেছি একা ফিরে ॥

# অগ্নিকাণ্ড

যত ব্যথা ভ্রূণে
তাই আছে তারার আগুনে
অনেক বিচ্ছেদ।
তবু তারা-মৈত্রী দেয় পুলকিত স্বেদ।
তবু অর্ধনারীশ্বর, নার্সিসাস পদ্মের নিঃশ্বাস
জলের মুকুরে মুরছায়।
বিধুর আঁধার দূর চায়
চন্দ্রসূর্য হয়ে কাছে এসে চেয়ে-থাকা
মাটির দর্পণে।
যেন কোনো বিপন্ন বিশ্বাস
ত্রাস হলো, সূর্যে আর চন্দ্রে বিষণ্ণতা তাই মাখা,
কেউ না মধুর পলায়নে।

কোথায় পালিয়ে যাব নেই আর স্থান।
তোমার সময় যেন সব ব্যবধান
ভরিয়ে মায়াবী ক'রে রাখে।
তবু কোনো হাওয়া নেই দূরের তোমাকে
কাছাকাছি আনে!
পৃথিবীর কোনো মেরু-চুম্বকের টানে
তোমার মনের ঝড় নেই।
এখানে অনন্যমনা, সেখানে ত অন্যমনেই
জানি কাটে বেলা, নীল সমুদ্র-সময়!
আমার আকাশে তাই আগুন লেগেছে মনে হয়॥

# বুদ্ধের স্মরণে

প্রেমের প্রমার মতো কুয়াশা-আচ্ছন্ন সূর্যোদয়
এসেছিল এ-জীবনে। জন্ম-রাত্রি-ঋণ শোধ হয়
আশ্বাস ছিল না তাই সুদিনেরও স্মৃতি নেই মনে।
রৌদ্রে কারে মেলে দিতে হয় অতঃপর অকারণে?
পুতুল বানিয়ে? লুব্ধ মত্ত অন্ধকারে নম্র আলো
সম্মোহনহীন। তুচ্ছ না কি উচ্চেতে মিশালো
বিশাল এ কিংবদন্তী শুনি। সব কাজ বাজে ভেবে
প্রাণ অনীহায় ভ্রাম্যমান। তাপ এখন কে দেবে?

সূর্য উঠে অস্ত গেছে। তেরো শ' ষাটের মাঘ মাস।
একটি বিকেল যদি বুনে চলে মনে ইতিহাস
পাওয়া-না-পাওয়ার সূত্র ছিঁড়ে-ছিঁড়ে বিবস্ত্র জীবন।
কে করে অপৌরুষেয় অবিশ্বাস-লজ্জা নিবারণ
যা আমার অনাবৃতা অন্তর্যামিনীরই ব্যথা স্বীয়:
বসন্তের ভাঙা হাটে কেউ হ'তে পারেনি যে প্রিয়!

তবু প্রেম-পরিহাস-প্রচ্ছদে জড়িয়ে দীর্ঘকাল
রেখেছি হৃদয় পাছে বহু-ব্যবহৃত ইন্দ্রজাল
ভুলে গিয়ে প্রাক্‌মরণ প্রাণ করে মহৎ প্রয়াণ;
পৃথিবী-বল্মীকে ঢাকা থাক ইন্দ্রিয়ের অপমান॥

## রবীন্দ্র জন্মদিনে

তাপস বৈশাখ এলে শুভ্রতম রবীন্দ্রনাথ আমি তোমায়
স্মরণ করি।
এ যেন শুভ্রতম সূর্যকে স্মরণ করা—বরণ করা
মনে মনে কোনো দিব্য পুরুষোত্তমকে।
এ যেন মহারুদ্রের নিশ্চল স্থির স্থাণু মুর্তিকে
হৃদয়ে ধরা—যে- হৃদয় তাতা থৈ-থৈ নেচে
উঠতে চায়।

মহারুদ্রের প্রলয় নাচন নিয়ে কি তোমার
জন্মক্ষণ স্পন্দিত হয়নি মহাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ?
যে- স্পন্দন নীল আকাশে তারায় তারায় স্পন্দিত—
ক্রন্দিত আকাশ যে রৌদ্র-স্পন্দনে—আমি যে
তারই অনুরণন দেখতে পেয়েছি তোমার সত্তায়—
কবিগুরু।

ভোলা যায় না তোমার সত্তার দীপ্তি—তৃপ্তি
পেত না মন যার মহার্ঘ সান্নিধ্যে বারবার
এসেও। এ যেন দেখার এক দুরন্ত কামনা।
এ যেন তেমন কামনা—লাখ লাখ যুগ দেখেও
যার সৌম্যমূর্তি আরো লাখ লাখ যুগ কাছে
টেনে নেয়। আমি তোমাতে অতৃপ্ত রবীন্দ্রনাথ॥

## বাইশে শ্রাবণ

তোমার মৃত্যুর দিনে মনে পড়ে অনেক মৃত্যুরে
অনেক অতীত মৃতমুখ, যারা আছে বহুদূরে
স্মৃতিতে বিছিয়ে এক বিস্মৃতির আকাশের তারা,
আমার হৃদয়ে তারা মধুচ্ছন্দা, আর সে আর্তারা
সতত পাহারা দেয় পাছে ভুলে যাই কণ্ঠস্বর
পাছে মুছে ফেলি দৃষ্টি, নাতিস্পষ্ট বিরহ-প্রহর
শ্রাবণের খর-ধারে ভাদ্রের আর্দ্রতা-মাখা রোদে !

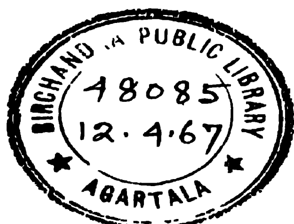
কাচ-স্বচ্ছ অশ্রু ধরে মাখিয়েছি আদর-পারদে
তাই, যেন পাই মুক্তা—অশ্রুত অগীত মূক মুখ
তার ফলে স্বপ্ন-ছবি, পদচিহ্ন, অনন্ত কৌতুক ॥

## গান্ধীজীকে

ফিরে গেলো আবার সে-আভা
বিন্দু-বিন্দু সূর্য হয়ে তুষারের গায়ে :
হিমালয় আবার স্থবির,
দেবতার মতো দূর—সুদূরের ছায়ায় গভীর।
স্বপ্ন নেই, আশা নেই, নেই তার আলো-ছায়া-আচ্ছন্ন হৃদয়
মানুষের উষ্ণ পরিচয়
নেই আর
হিমালয়ে সূর্য হয়ে ফিয়ে গেলো যে- আভা আবার।

ফিরে গেলো—তাই তারে চিনি
তাই তারে ফিরে বুঝি পাই অন্ধকারে,
আমাদের অন্ধকারে—দীর্ঘযামা যখন যামিনী !
পাই যেন মনের আকাশে।
সে- আকাশও আর্ত, অন্ধকার,
তবু তার আভা আছে সূর্যের আভাসে ॥





## মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

॥ এক ॥

এ তুষার-মৌলি নত দিতে শুধু দান।
ভয়াল অলক্ষ্য ঝড় নিনাদে যে নিপীড়িত করে
তবু তা তুষার-মুক্তি, যার অবসরে
শোনে মৌন কী অপ্সর-গান
অন্ন-পান-স্নেহে ধরা সম্পন্ন সম্পুট।
সে শুধু আকণ্ঠপায়ী হিমবাহ যেন কালকূট ॥

॥ দুই ॥

যে- বিপন্ন মন
সমুদ্রের ঝড় থেকে আকাশের নীলে উত্তরণ
পেয়ে হয় মৌসুমীর মেঘ
যেন তার স্বপ্নের আবেগ,
বিনিঃশেষ দান,
শূন্যতার তৃষ্ণায় প্রয়াণ
জানা ছিল তার।
সে জানে বজ্রের ক্ষত যা বিনে ঝরে না জলভার ॥

## জীবনানন্দের মৃত্যুরাত্রির কবিতা

একটি জাহাজ ছেড়ে গেলো।
হলো নিরুদ্বেলও
মনের জেটির কাঠ নেই আর ওঠা-নামা মাল।

যাত্রীর যন্ত্রণা গোলমাল গেছে সমস্ত সকাল
এখন সবাই মোহনায়,
সমুদ্রের লোনা হাওয়া গায়ে মেখে ঘামে কেউ-কেউ,
কেউ শিস দিয়ে গান গায়।

সে হয়তো গোনে কত ঢেউ
পার হয়ে এলো এই লোহা-ঘেরা কাঠ
হয়তো বা ভাবে এতক্ষণে জেটি চৌকাঠের মতো চৌকো ফাঁকা
কিংবা তার ফাঁকের কপাট
সমস্ত মালের স্মৃতি নিয়ে পিঠ-বাঁকা।

সে যে নিজে বোঝা, কথা-গান নিয়ে দিগন্তে উধাও
যাবার আবেগে বুঝি ভুলে গেছে তা-ও,
শুধু মনে আছে থেমে থাকা—
দু'দিনের কাঠ-শ্যাওলার ছোঁওয়াটুকু
জেটির মাটিতে গাঁথা মুখ,
লোহার আড়ালে গায়ে সবুজের গন্ধে জোড়া পাখা॥

## বন্ধুবরেষু

আর কত মাংস চাও, দূরবন্ধু, ক্ষুধা কত বলো !
বারবার পঞ্চশর হেনে তুমি করলে বিকল-ও,
তবু দয়াহীন !
আমার দেহের পাত্রে কবিতার স্নেহ-মেদ-পেশী
নেই আর বেশি,
তবু কি তোমার দ্বারে শুধে দিয়ে যেতে হবে সবটুকু ঋণ,
যে- ঋণের বিন্দুপরিমাণ
তুমি-আমি এ- জীবনে কোনো বীজে, বাষ্পে, মাপে পাইনি আঘ্রাণ,
কোনো ঋতু-ফুলে বা পলাশে
আমের মুকুলে, পদ্মে, অশোকে, কিংশুকে কিংবা ঘাসে
হাঁটিনি কখনো সপ্তপদ ।
সুহৃদ্ সমুদ্র নদনদী আর হ্রদ
আমার প্রতীক ।

বলো, বন্ধু, শতভিষা এ-মনকে চিনে তুমি ঠিক
ডাক আজ প্রথম উৎসবে !
আমার ভিখারী-ভাণ্ড, জান তুমি, কিসে পূর্ণ হবে ?
বলো জান, তারপর দিও স্নেহ-প্রেম,
ধনুর্বাণ, যা-কিছু বা ভাবো শুভ-মনে,
সুবর্ণ বা হেম,
আমি হাত পেতে নেব এখানে নির্জনে ॥

## চোখ

এ চোখ দিয়েছে বহু দৃষ্টি মৃদু করুণ কোমল
নিয়েছে হয়ত শুষে অনেক চোখের লোনা জল।
হয়ত তা অপরাধ হৃদয়ের কাছে।
হৃদয়ে তোমার স্মৃতি আছে
তবু অপরাধ ক'রে যায় এই চোখ।
তুমি কি বলবে তাকে তবে অন্ধ হোক?

## অঙ্কুর

প্রাচীন আহ্লাদ
পড়ে আছে যেন ফুলে-ঘাসে।
কী নগণ্য!   নগরের স্বাদ
মেয়েদের চুলের আকাশে
অপার যক্ষিণী হাওয়া তোলে।
তারপর নিরস্ত আষাঢ়।
ভোলে মন ভোলে
পৃথিবীর, কথার কামনা
ঘাসের অঙ্কুর পেয়ে, নিঃশ্বাসের কণা
পায় মন সমস্ত ভাষার॥

## প্রাণ

হে করুণ প্রাণ কবে জ্বালা-অবসান বলো হবে
তোমার নীরব নিরুৎসবে ?
তুমি কালো করে সব ফেলছো ভোরের শতদল
তুমি ছায়া মেলে ডাকো চোখভরা জল
তুমি চাও রাত্রিময় অন্ধকারে ঘুম-ঢালা মায়ের শরীর
মৃত্যু ছাড়া এ-বিচিত্র প্রাণহীন ভিড়
কোথায় ছড়িয়ে আছে, তুমি মৃত্যুময়,
আমাকে কেন বা চাও দিতে তবে অন্য পরিচয় ?

# প্রেম

মিশরের বৈদেহ ঈশ্বর
হে অতনু আত্মা, তুমি বেঁধেছিলে পার্বতীর ঘর
এখনো তা আছে বরণীয়।
শরীরে যে প্রিয়
তার কি পূজার আয়োজন,
পূজার মন্দির হয় পৃথিবীর মন।
আকাশের নীল পিরামিড হ'তে দিনরাত্রি ঝরে
জীবনের আশ্রিত প্রহরে
রূপার্চনা করছে রচনা।
'ভালোবাসব না'
শূন্যতার অশেষ ক্রন্দন,
সে-ও ভালোবাসে ফিরে আকাশ-বন্ধন ॥

# ধ্বনি

বাইরে কোথাও নেই হৃদয়ের একটু বিশ্রাম
সেখানে শব্দিত সব রূপ আর নাম
হৃদয় বিক্ষত করে যারা !
তাই বুঝি ঘর
তাই বুঝি তাকে করে তোলা এক ধ্বনির বাসর
শান্ত নম্র যাদের ইশারা ।

কবে যে লেগেছে ভালো সে- ইশারাগুলো
হাওয়ার মতোই তুলতুলো
এখানে তাদের পেতে চাই
কে বলে অতলে আজ সে- ধ্বনি যে নাই—
মনের অতলে !

মনের অতলে
এখনো সময় পেলে তারা কথা বলে—
জীবনের বিস্ময় তো তা-ই !

# চিরন্তনী

কী সমুদ্র-স্নান লেগে আছে
তরঙ্গিত দেহের রেখায় !
কবোষ্ণ স্বেদের বিন্দু নীলাঙ্গ পারদ হয়ে নাচে—
অশ্রুজল টলটল কালো পাহাড়ের পরিখায়
এখনো দেখতে পাই শারদ রজনী ফিরে এলে
তোমারি শ্রীমুখে।

হিম-ঋতু কিছু নয় বসন্ত-কৌতুকে
আবার আরেক দেখা কুয়াশার ছায়া মুছে ফেলে
নতুন বিস্ময় হিমে-হিরণ্যে-হিঙ্গুলে
সিঁদুরে আবিরে মাখা পৃথিবীর মতো কোন পৃথুলার বিয়ে
দিক্‌ভ্রান্ত বালকেরে নিয়ে
তোমার মনের রং মেখে দাও তার মুখে চুলে
পিঙ্গল আভায়।

নেমে যায় মন দূর নীরব দক্ষিণে।
ক্রূর নাবিকের বেশে বালুচরে সিংহলে জাভায়
একদিন কার সাথে দেখা, মৃণালিনী ?
কোন্ শ্বেত শতদল নিলে হাতে বৈশাখের দিনে,
তারপর সব যুগে বলবে কি করতালি দিয়ে : তারে চিনি !

## সুপর্ণাকে

॥ এক ॥

নরকাগ্নি থেকে আমি আসি,
এখনো তোমাকে ভালোবাসি
সুপর্ণা আমার—
তোমার মুখের নীল স্নিগ্ধ অন্ধকার
আগুনেও ছিল।
সে আগুনে নীলও
তাই যেন অপূর্ব, শীতল।
আগুন নেবালে তুমি চোখে এনে জল।

॥ দুই ॥

আলোকিত করো তবে স্নিগ্ধ অন্ধকারে
এই রুদ্র ঘর
যা অবিনশ্বর।
পথে পথে বহু বিচরণ
শেষ হল, শেষ সমুদ্রের পারে-পারে
ভ্রমণেরও। ভ্রান্ত ক্লান্ত মন
তোমার পুণ্যাঙ্ক চায় আজকে, পক্ষিণী,
যুগে-যুগে আমি ওই পাখা দু'টি চিনি ॥

# দীক্ষার দক্ষিণা

বিদায়ের শেষ কথা বলা হলো ঘুরে-ফিরে আলাপে যখন
তখন হয়তো কাল নক্ষত্রের পথে অর্ধাকাশ
এসে গেছে, কোনো নদী-পুলিনের হৃত বৃন্দাবন
পেয়েছে বিশাখা উল্কাবেগে, লুব্ধ বাঁকা বাহুপাশ
দেখছি সপ্তাহ আমি তার লেখা-পড়ার টেবিলে।

আমার আকর থেকে আকর্ষণ করেছে সে কাম
এখন কী আমি তাকে দিলে
রোধ হয় রাধা-ভাব শরীরে তমালতরু ঠাম!

পঞ্চমীর চাঁদে জাদু। শিহরিত শাখা হয় হাত।
'মরিব মরিব সখি—' গানের প্রপাত
কানে ঢেলে কাল-কন্যা কাছে নেয়, মৃত্যুর পরশ :
একটু ঠোঁটের ছোঁওয়া, জোড়হাতে একটি প্রণাম।

ঘরে ফিরে আসি নিয়ে পুরস্কার-রস
আর ভাবি মৃত্যু ছাড়া কাটবে না বাকি অর্ধযাম ॥

## কোনো জীবিতার প্রতি

মনে তুমি ফাল্গুনের ফল্গু হয়ে আছো।
শ্রুতিময় আলোকের স্রোত
রৌদ্রের আকাশে এক উড্ডীন কপোত
উজ্জ্বল উচ্ছল হয়ে বাঁচো।

জীবনে কোথাও নেই তুমি
বৃষ্টি আনে সেখানে মৌসুমী
কুয়াশায় আসে অন্ধশীত
পৌঁছয় না আলোর সঙ্গীত।

তোমাকে বাঁচাবে বলে প্রেম-অভিধায়
জীবনের থেকে মন নিয়েছে বিদায়॥

## প্রৌঢ়ের উক্তি

শৈশব, কৈশোর আর বাঞ্ছিত যৌবন
এ প্রৌঢ়ত্বে পাশাপাশি আছে।
আজকে তোমার কাছে
শিশু আমি, আমিই কিশোর—
আসতে পারি যে নিয়ে সুনির্মল ভোর,
আমি যুবা—দিতে পারি বসন্তের মন,
পল্লবিতা তোমার শরীরে।

দুর্বার এ সমুদ্রের তীরে
এসো-না এসো-না তুমি মেয়ে।
এসো যদি দেখবে কী চেয়ে ?—
দুপুরের নীলাক্ত সাগর
ফেনময় যেন কেউ ছড়িয়েছে জুঁই :
ইচ্ছে হবে ছুঁই,
ছুঁলেই দেখবে, মেয়ে, ভেঙে গেছে ঘর ॥

# চেনা দিন

চৈত্র চেয়ে আজ শিলাভট্টারিকা নেই।
আমার মাঘের শীতে স্পর্ধে তোমাকেই
মনে তুলে আনি যেন নতুন শিলায় তোলা ফুল,
প্রথম আমের বনে সুরভি বিলায় তাই কড়িরঙ বউল।
চৈত্রের বাছাই থাক, তার চেয়ে অনেক প্রাচীন
তোমার আমার এই চেনাশুনা দিন :

একটি ছুটির রবিবার,
যেন প্রতীক্ষার
রোদ পড়ে ছায়ার সড়কে
জানায় ভোরকে
যেখানে তোমার ছায়া বিকেলের দিকে
হেঁটে বলে, বলো তো আমি কে!
কতদিন থেকে এই আসা,
কে তার আল্পনা চিনে দেয় ঘোলা নামের কুয়াশা।

## উদয়ন-নাট্য

তোমার দৃষ্টিই গেছে বৃষ্টি হয়ে সমস্ত শরীরে
আমি মেঘ-ধূসরে তাকাই ;
তারপর কিছু নেই ; থাকে দূর পাহাড়ে রাখা-ই
বিষণ্ণ বর্ষার এক স্মৃতি ।

সে-পাহাড়ে যাইনি যে ফিরে
শরতে না, বসন্তে না, থাকবে কি মনে,
নির্জন অতিথি
যদি থাকে মন কারো নিদ্রার গোপনে ?

স্বপ্নেও তোমাকে পেলে হতো !
দেখতাম সেই চোখ যা দেখে কেটেছে দিনগুলো !
আসত হয়তো কানে—চোখ মুছে বলা :
'কই কাঁদিনি তো আমি—' আবার মধুর ধরা-গলা !

তোমার ব্যথার মুখ খুলে গিয়ে আমায় সতত
অপরাধে করছে যে ক্ষত
ভোলাতে তা ভোলো
শূন্য ঘরে জ্বলা ॥

## রাত্রি

রাত্রিগুলো যেন সব প্রাচীন অতীত হতে আসে,
ভোলায় পশুর আর্তি বাতাসের ওষধির শ্বাসে,
স্নেহাবলেপের লুপ্তি ত্বকে দেয়, অনুভবে আলো
কালো করে, ঘোমটায় আলো-জ্বলা আঁধার জাঁকালো।

একটি কান্নার যেন জন্ম হয় কোনো বধূ-বুকে :
এমন রাত্রির মতো লক্ষ-কোটি মুহূর্তের মুখে
যত ব্যথা ভারি হতে গিয়ে শুধু কুসুম-সুবাস
ঘৃণার শয্যায় তার কুহু-ধ্বনি মৃত্তিকার গ্রাস—

মৃত্যু, তারপর ঘাস যা তোমার বিমর্দন আশা,
বুকে নিয়ে ভরপুর তোমার আপন ভালোবাসা—
মৃত্যু নয়, সে তোমার নয় ব'লে নেই ব্যথা তার,
অতীত অতিথি শুধু রাত্রির মতোই পারাবার ॥

## কোজাগর

দশদিক কেন চাই কী পাবার আছে
আবার এ চোখে ?
তেমনি লাবণ্যে ফোটে শেফালিকা-গাছে
অনেক স্থরভি-ফেনা, ঝোঁকে
আবার মাতাল মন কোন্ দূর কুন্দফুল পেতে
মৌমাছির গুনগুনে, মেতে'
মহুয়ায় গিয়ে শেষ দেখা
দেখতে তমালীতালীশালবন-রেখা !

দেবতারা মাটি-কাঠে-পাথরে ঘুমোয় ।
আমি জেগে থাকি এ সময়
তারার আকাশে, যদি স্মৃতির মতন
ছবি নামে, আখর ফোটায় !
চোখের ধূসর শুধু ধূলায় লোটায়
মিতালি জোটায় কায়মন !

সে যে শুধু ভ্রমের অতীত—
কার শ্রুতিপথে আজ বলে যাব ব্যথা ?
আছে কি অন্যথা
চোখের যুগলঘটে জলধারা ছাড়া আর স্রোত !
খালি করে দিলে ডাকে মনের কপোত,
দক্ষিণে সাগর কাঁদে, স্থমেরুতে শীত ॥

## বৈশাখের দিন

দুপুর এক রুদ্রতার সঙ্গে মিতালি।
আর বিকেল এলে ঝিরঝির নরম হাঁওয়ায়
সব স্নিগ্ধতার স্বপ্ন দেখি।
হাওয়া কেটে উড়ছে তখন নারকেলের পাতাগুলো
সে পাতার সবুজ যেন চোখের উপর এসে হাওয়া কাটে।

এই ত আমার বৈশাখের দিন :
ভোরের সঙ্গে বিকেলের মিতালি
শুধু ধু-ধু দুপুর ছন্নছাড়া।

আমি ছন্নছাড়া দুপুরের প্রতাপে
বিনিদ্র বিস্রস্ত আমার ঘরে
তোমার শীতল চুলের কথা স্মরণ করি।

সে চুল দুই মুঠোতে জড়িয়ে ছড়িয়ে যেন
আমি উন্মাদ!
আমার হিংস্রতা তোমার ফুলের হাসির পাশাপাশি।
শান্তি, তাতেই শান্তি আমার
এই রুদ্র বৈশাখে॥

## হেমন্তে

ওইটুকু জানালায় আমার সকল ছুটি জমা
সব নীল সকালের আলো আর গোধূলির বেলা
বসন্তের শরতের সব মনোরমা
মরা মুখ, চুপিচুপি এসে বলে : আছো ত একেলা ?

বেশ আছি একা এই ছুটি নিয়ে আমার চিন্তায়
সমুদ্র-মেঘলা দেখি দুপুরের ঢেউ-তোলা মেঘে
শেষ রাতে জেগে দেখি লাল-নীল আলো ঝিলকায়
আলাস্কার দূতী আছে ম্লান দূরে জেগে
ঘুম ভেঙে দেবে ব'লে তিলফুল নাসা নেয় গুনে ভালোবাসা অবহেলা।

দিনে কেউ চিল কেউ নীল রাত্রি হরিণীর স্বর : ইউ-উই।
শিশু-গাছ, আলেয়ার আলো, দূর সিন্দূরে নদীরা
অলকানন্দার সাদা ফেনা হয়ে জমছে আবেগে।
হঠাৎ যদি বা ডাকে তাই ভেবে বিছানায় এসে ফের শুই
মনভোর দেহ কাঁদে, যেন ঢেলে দিল কেউ সেকেলে মদিরা
কাচের বুদ্বুদে, ভাবি, সৌজন্যের দায়ে তারে যাবে না তো ফেলা।
কিন্তু যেই ঠোঁট গেল, কই তার হাত আর নেই !

এ-ছুটির পারাপার কোথায় বল- না ?
কোথায় হয়েছে শুরু আজ যেন পাব না সে খেই
কে জানে কোথায় শেষ, শেষ দিয়ে মুছে না ত মনের ছলনা ?

## ফাল্গুনের ভোর

॥ এক ॥

কুয়াশায় কী প্রসন্ন সূর্যোদয় হলো !
উতলা ফাল্গুন, তুমি ভোলো
তোমার মাতাল হাওয়া, রক্তফুল, রৌদ্র আর গান।
সব এ সকালে স্তব্ধ, যেন অভিমান
ক'রে আছে, অতলে নিহিত
বসন্ত উচ্ছ্বাস।

এ কেমন যেন পরিহাস
তুমিও যে আছো, কন্যা আমার হৃদয়ে
কতখানি ডুবে !
রাঙা সূর্য পুবে।
আমি ভাবি, তুমি আছ ঘুমন্ত পুরীর
সব ভালোবাসা বুকে বয়ে
শুধু মনে মৃদুশ্বাস দিতে।

আমি শান্ত, সূর্যে চেয়ে থেকে,—
আমার হৃদয়ে, কন্যা তোমাকেই দেখে ॥

॥ দুই ॥

কোথায় উৎসব যেন চলে।
আমার নিঃসঙ্গ মন শুধু আঁখিজলে
পেছনে থাকার ব্যথা জানায় প্রাণের দেবতারে।

হে ফাল্গুন, ফুল্ল উপহারে
তুমি তো দিয়েছ কত প্রাণ !
আমি কার করব সন্ধান
বলতে কি পারো তুমি আজ—
খুঁজব কি স্তিমিতরমণীসমাজ ?

সইবে কি সে আনন্দ এই রুগ্‌ণ বুকে ?
বয়েস কৌতুকে
তাকায় আমার মুখে যেন সর্বক্ষণ
চায় সন্তর্পিত আচরণ।

চুপে চুপে বয়ে-যাওয়া বসন্তের আনন্দের ভার
এ- নিঃসঙ্গ মনে—তা-ই নিয়তি আমার ॥

## রোগশয্যায়

॥ এক ॥

প্রাণে আসে মৃত্যু আর জীবনের দ্যুতি।
এ দরিদ্র করে শুধু স্তুতি
যেন দয়া পায়—
কেউ নেই যেবা মমতায়
দেয় ক্ষুব্ধ নির্জনতা ভ'রে—
আজকের আলোময় ঘরে
শুধু কেঁপে কেঁপে যায় হাওয়া—
তার সঙ্গে মনে-মনে যৌবনের দিন ফিরে পাওয়া
আছে যেন এ-রোগশয্যায়।
প্রৌঢ়তা লজ্জায়
মুখ ঢাকে তবু চোখে আজ
ভেসে আসে না-পাওয়া-সে স্তিমিত রমণীসমাজ।

॥ দুই ॥

দেখা দিলে চাঁদ
আমি বুঝি এখনো উন্মাদ
তোমাকে ছিনিয়ে নিতে পারি আমি এখনো তেমন
এ-চাঁদের নিচে।
দুহাতে ঢেকেছ তুমি স্তন,
আমি আছি পিছে,
এ-ছবির উন্মাদনা পাই।
পেতে শুধু এক খণ্ড আকাশের সোনা-চাঁদ চাই।

শুধু ছবি দেখা!
বিছানায় শুয়ে একা-একা—
শুধু মনে-মনে ভাবা ছবি।

কানে শুনি সন্ধ্যার পুরবী,
মন মাত্র কামনায় জ্বলে,
জ্বালায় হয়তো চাঁদ তার মায়াচ্ছলে।

॥ তিন ॥

শিশুর আনন্দ হ'তে কত দিন হ'য়ে গেল হয়েছি বঞ্চিত !
তবু যেন কোনো শিশু ভীত
এ-হৃদয়ে উঁকি দিয়ে যায়।
তাকে আমি লুব্ধ মমতায়
ভেবে যে- উল্লাস পাই এই প্রৌঢ় দিনে—
জীবনের সে আনন্দ-ঋণে
রোগশয্যা মনে হয় ফুলের বাসর
জীবন্‌-নৃত্যের সেথা বসেছে আসর ॥

# চারটি নিবেদন ও একটি প্রশ্ন

**চোখ**

( মালার্মে-কে )

চোখগুলো ছিল ভালো, এখন তেমন
উজ্জ্বলতা নেই ; দিলে মন
দেখা যায় কুয়াশা ধূসর
বহু ব্যবহারে পরপর ।
যতটুকু আলো থাকে তাকে
কাচের খাঁচায় পুরে রাখে ।
এই তো নিয়ম । তাই ভাবি
ক্ষয়ের লক্ষণ বুঝি এই ।
আমার খয়েরি চোখও দাবি
করেছিল কতই না—ইয়ত্তা তো নেই !

**স্বপ্নোদ্ধার**

( হাইনে-কে )

স্বপ্নে নয় বাস্তবিক
তেমন দেশের পাত্তা ঠিক
জানতাম যে আজ তা দিক
করছে মন হে হাইনে !
আজকে আর তা চাইনে
চম্পা-ভাই পারুল-বোন
তাদের সব প্রেমের কোণ
তীরের ফলা, স্বপ্ন নিক ।

**কবিতা**

( রিল্‌কে-কে )

তোমাকে দিইনি আমি সবটুকু মন
আরো দাবি ছিল ব'লে মনের উপর ।

সব দাবি মিটে যায় যখন তখন
তোমাতেই ফিরে আসি পাই নিজ ঘর।
আমরা সবাই মিলে কী মধুর স্বর
ঐকতান যেন, জানো, কবিতা আমার ?
না বুঝুক কেউ সেই মেঘ-আড়ম্বর
আমি জানি বজ্র-অগ্নি, শীতলতা তার।

### স্থির বিন্দু

( এলিঅট-কে )

একটি স্থির বিন্দুতে যেতে চাই আমি।
আকাশ যেখানে এসে মেশে একটি ঘাসের ডগায়
হাওয়ায় নড়ে না যে ঘাস
তার স্থির বিন্দু যেমন তেমন বিন্দু দাও আমায়
হে আমার মন-পবন !
তুমি স্থির হ'লেই তা পাবো
আমার পাবন তা-ই।

### র‍্যাবোর প্রতি

মেয়েটি কীর্তন গায় তারস্বরে কীর্তনের দলে
ভোর হ'লে আসে আমাদের ছোটো রান্নার মহলে
রানী যেন যদিও সে কুটনোবঁটিতে।
মেশামেশি বাঙালে-ঘটিতে
এ- বস্তির এ- মেয়েটি কী হবে বলো তো, র‍্যাঁবো, ভেবে—
কোন সৈন্যাবাস তাকে নেবে ?

## জন্মান্তর

সমুদ্র-প্রাচীন এক মহা অনুভব
নানা রঙে পাল তোলে সকালে-বিকেলে।
আমি আসি সময়ের পর্যাপ্ত আকাশে।
তোমার মুখও মনে আসে
ফেনায়িত রবে।

একদিন কবে
ভালোবেসেছিলাম যে- শব
তার মৎস্যগন্ধ হুহু বায়ু যায় ফেলে
তামাটে শরীরে—পাটাতনে।
ভেবো না, তোমার মরা হাসি আছে মনে।

ভেবো না, কুমারী মেয়ে, মাছের শরীর—
ফের তুমি সাগরিকা হবে।
সেদিন আমার অনুভবে
হয়তো বা জন্ম নেবে নিঃসময় সমুদ্রের তীর॥

## জর্নাল

॥ বৈশাখ ॥

### পুঁজি

এ- শরীর সময়ের পুরাতন বাসা।
এখানে সমুদ্র ছিল, ছিল তটে কলঙ্কের রেখা,
এখানে পাহাড় ছিল, পাহাড়ের গায়ে-মেশা বাড়ি ;
অরণ্যের গন্ধ আর নদীর নিনাদ
বলত এখানে এসে সঙ্কেতের ভাষা।
এখন সমুদ্র দূরে ; পড়ে আছে শুধু বালিয়াড়ি
সেখানে সময় নিয়ে একা
এ-শরীর পায় শুধু শরীরের স্বাদ।

এখন হৃদয় শুধু স্মৃতির শরীর।
তুমি নেই পাহাড়ী বাড়িতে
তোমার বসন্ত-বর্ষা নয় আর দেহের বিভব
তোমাকে আড়াল ক'রে আছে দীর্ঘ অতীতের ভিড়,
তবু তুমি ছিলে কিছু দিতে
তা-ই থাকে আর সবই সময়ের শব ॥

### রক্ত

রক্তের বিশাল পরমায়ু বন্দী কয়েকটি প্রহরে।
পৃথিবীর ধাতুপাত্রে ঘণ্টা বেজে যায়,
আলো আর অন্ধকারে ঢেউ তোলে শব্দের শরীর।
সময়ের সে- যন্ত্রণা সমুদ্রের মতো সিক্ত ক'রে দেয় তীর
যেখানে দাঁড়াই এসে জীবনের ক্ষিপ্র হাত ধ'রে,
রক্তের প্রার্থনা শুনি সে যে মুক্তি চায়।
রক্ত চির-আকাশের জ্যোতিশ্ছায়া নদী—
অন্ধকার কুল ভেঙে পায় অন্ধকার নিরবধি ॥ .

### নাম

তোমার নামের শব্দে এখনো দূর হতে যৌবন
তাকায় চকিতে ফের,
মূক বসন্ত কাছে এসে করে আদরে সম্ভাষণ
বলে, আমি তোমাদের।
আকাশে অতীত কথা নিঃশ্বাসে করে বুঝি চলাফেরা
চায় ভাষা হ'তে ফিরে,
তুমি নেই তবু তোমার ছায়ায় রাত্রি:া থাকে ঘেরা—
তুমি যেন সশরীরে ॥

### কথা

কেউ আসবে না তবু কথা খোঁজে মন।
কথা খোঁজে কথার যৌবন।
কখন ছিল সে গাঢ় সুন্দর সন্ধ্যার আলো মেখে
কার মুখে কার চোখে ডুবে গিয়ে দেখেছে নিজেকে
মৃত্যুর হৃদয়ে— ?
সে- মৃত্যু আসে না আর কথার হাজার বিনিময়ে।
কথার হাজার বিনিময়ে আর মন
পাবে না সে- মুখ-চোখ সন্ধ্যার মতন ॥

### স্মৃতি

স্মৃতির করুণ রাত্রি মনে নিয়ে শুধু চেয়ে থাকা
দিনের দুরন্ত মুখে, পান করা অসহ্য আলোক,
রাত্রির দুয়ারে এসে কাকে যেন নাম ধরে ডাকা
কাকে যেন পেতে চাওয়া ভুলে গিয়ে না-পাওয়ার শোক—

এই আমি জীবনের মধ্যদিনে, মদ্যপের মতো,
আলোর সুরায় বাড়ে অন্তহীন অন্ধকার-নেশা
অন্ধকারে মুখে পড়ে অতীতের আলো অবিরত—
যে- আলো রাত্রির মনে রাত্রির শরীরে শুধু মেশা ॥

## সত্তা

অদ্বৈত মনের কান্না পথে পথে শুনে পথ চলা,
শেষ প্রান্তে এসে শেষে বলা :
আমি এক নিঃসঙ্গ জীবন।
মনের অমোঘ আবরণ
রৌদ্রে মেঘে অন্ধকারে রোদনের রতি।
সে-ই প্রতি মুহূর্তের নির্ভুল নিয়তি
তোমাকে নিঃসঙ্গ ক'রে রাখে—
যেন তুমি জনতায় চেনো আপনাকে ॥

## মুক্তি

ভোর যেন রাত্রি-মুক্ত পাখি
আপন আকাশ পেয়ে উড্ডীন একাকী,
আমাদের ফেলে যায় ছোট-ছোট আলোর খাঁচায়।
হৃদয়ে যা চায়
পায় না তা এ-পাখির গানে।

রাত্রি শুধু হৃদয়কে জানে।
আমাদের নিয়ে যায় রাত্রি হাত ধ'রে,
নক্ষত্রের বিশাল প্রান্তরে ॥

## আবিষ্কার

বসন্ত-রাঙা নির্জন এক পথে
দেখছি আমার রক্তের ছবি আঁকা।
মনে হল যেন আমি হিম-পর্বতে
পড়ে আছি মৃত তুষারের প্রেমে ঢাকা ॥

## প্রান্তিক

সব স্বপ্ন রৌদ্রে করে স্নান,
সব কথা দীনতায় হারায় সম্মান,
তারপর শুধু পথ ধূসর নির্জন।

কোথাও পথের প্রান্তে নেই আর অপেক্ষিত মন
আছে সময়ের চোরাবালি।
শূন্যতায় সমুদ্র কী স্থির !
নেই তার আকাঙ্ক্ষার মৃদু করতালি,
তার গর্ভে তুমি-আমি নির্বাক বধির !

কেন ছিল স্বপ্ন-ছায়াপথ,
উজ্জ্বল কেন বা ছিল কথার শপথ !
সেই শীর্ণ মুহূর্তের প্রাণ নিয়ে কেন চ'লে আসা
স্ফীত অনুর্বরতায় যেখানে বিদ্রূপ ভালোবাসা !

### জীবন

জীবনের ম্লান মুখ অপরাধে ভরা।
সে যেন নিয়েছে কেড়ে প্রাণের পসরা
অনিচ্ছুক পৃথিবীর হাত হ'তে কবে !
তাই শুধু ভয় তার উজ্জ্বল উৎসবে,
তাই আলো নিভলে সে মুছে যেতে চায়
অন্ধকারে, ঘুমে। ঘুম প্রার্থনা সকায়—
প্রাণ হ'তে মুক্তি চাওয়া, মৃত্যুর অগাধ
অন্ধকার হয়ে থাকা ভুলে অপরাধ ॥

### জানালায়

ছাই-রঙ আকাশ-ছায়াতে
ছিঁটে-ফোঁটা আলো, গাছ, কংক্রিটের বাড়ি
অলৌকিক সব।
কাল ভোরে আর যেন ঝুলবে না শাড়ি,
কালো মেয়েটিও আর দাঁড়াবে না ছাতে
মুখে রাত্রি মেখে।
আমি জানালায় রোজ যাব শুধু দেখে
পুড়ছে রাত্রির অবয়ব ॥

### স্মৃতি

তোমার রাত্রিকে নিয়ে কত রাত্রি পার হবো একা !
কত আর আঁকা যায় অন্ধকারে অন্ধকার রেখা
তোমাকে বাঁচাব ব'লে ? তুমি বেঁচে আছো কি তেমন ?
ইতস্তত ফুল, গন্ধ, নিঃশ্বাস, আলাপ, আলিঙ্গন
তোমার রাত্রির চিহ্ন থাকে, যার দুরন্ত বিস্বাদ
পাই আমি ভুলে গিয়ে তোমাকে ভোলার অপরাধ ॥

### রাজকন্যা

তোমার মুখের ভোর মনে পড়ে যখন ঘুমনো ছিলে—
তোমার ঘুমের ভালোবাসা ছিল আকাশ-রাঙানো নীলে।
তোমাকে জাগাব সাধ্য ছিল না, সোনার রুপোর কাঠি
কোথায় পেতাম, তা-ই খুঁজে আজ-ও তেপান্তরেই হাঁটি ॥

### রাত্রিদিন

তোমার নিঃশ্বাসে উষ্ণ মুহূর্তের মন
সন্ধ্যায় আমার মুখে দেয় ফাল্গুনের প্রসাধন
ভুলে গিয়ে কালের মৃগয়া।
দিনের দর্পণে নেই দয়া,
তার মুখে আমি এক বিক্ষত প্রান্তর
তোমার নিঃশ্বাস যার বৈশাখের ঝড় ॥

### বিকেলে

তোমার চোখের যতো গান
তোমার কথার যত আলো
যেন ছোট ছোট অভিমান
এ-বিকেলে তোমায় ছড়ালো।

এ-বিকেল জানে তুমি ছিলে
যে- ভোরের তুমি সে জানে না

যেন শেষ বিদায়ের নীলে
তোমাতে আমাতে হয় চেনা ॥

### সন্ধ্যায়

সন্ধ্যা তার অন্ধকার-মন
রাত্রিতেও পায় না তেমন
যেমন আমার দেহে পায়।
আকাশের রক্ত মুছে যায়,
আমার রক্তের অন্ধকার
রক্ত দেয় রাত্রি জানে, তার
জীবনের রহস্যের মানে,
ঘুমের শব্দের কানে-কানে ॥

### ঘরে-বাইরে

আমি যেন অন্ধকারে স্টেশনে দাঁড়াই
মূঢ়তায়, সব ট্রেন ছেড়ে গেছে তাই
শুধু ইস্পাতের আছে দুরন্ত ইশারা
আছে আকাশের বুকে গুটি কয় তারা
তাই নিয়ে রাত্রি কাটে, প্রভাত ধূসর,
দেখা দেয় অবশেষে চিনে নিতে ঘর ॥

### তৃতীয় সন্ধ্যা

সন্ধ্যার শরীরে আজ অপর সন্ধ্যার মতো মেঘ
আমি দুই সন্ধ্যা দুই কালো মেয়ের মতো নিয়ে আছি ;
মেয়েরা নেই আমার এই নিঃসঙ্গ বয়েসে
আমি তাদের নিসর্গে মেশাই।
তাতেই আমার হৃদয়ের উল্লাস—
প্রৌঢ়তার উল্লাস।
যেন এক নিষেধের উত্তুঙ্গ শরীর আমার আর সেই মেয়েদের মধ্যে
আমি ডিঙিয়ে যেতে পারিনে যা।

কিন্তু ডিঙিয়ে যেতে পারি আমার নিঃসঙ্গতা
নিসর্গের প্রগাঢ় আশ্লেষে।

আমি এ দুই সন্ধ্যায় তৃতীয় সন্ধ্যা
আমি অন্ধকার এই দুই সন্ধ্যার মতন

### কামনা

তোমার সবুজ শাড়ি পরো।
পৃথিবীতে তার চেয়ে আর কিছু বড়ো
রঙ নেই, লতায়-পাতায়
গাছে ফুলে পৃথিবীর প্রিয় ঘন বনে
শুধু এই রঙ।
সব শাড়ি রেখে তাই সবুজই বরং
মনোনীত হোক।
তার আলো পেয়ে দুই চোখ
শান্ত হবে, নম্র হবে, ভাবব বা বুঝি মনে-মনে
কোনো স্থর যৌবনের কোনো বা গাথায়
যা ছিল একদা গাঁথা প্রেম নাম নিয়ে।
শুধু এ সবুজ রঙ দিয়ে
হাতে তুলে দিতে পারো সবুজ যৌবন—
দিতে পারো পৃথিবীর বর্ষা-বসন্তের সব মন ॥

## ॥ জ্যৈষ্ঠ ॥

### রৌদ্রের সকাল

হাস্যময় রৌদ্রের সকাল—
টেবিলে আমার ছোট রাধাচূড়া ডাল।
জীবন দেখায় হাসি মৃত্যু থেকে টেনে
আমাকে আবার।

ছুঁয়ে যাই এই আলো, যেন অন্ধকার
বুকে বজ্র হেনে
চলে যায় আজকে সকালে—
বাড়ি-ঘর স্বপ্ন দেয় চোখ ভরে স্বচ্ছ রৌদ্রজালে।
স্বপ্ন আসে অতীতের যৌবনের মতো
ভুলে যাই প্রৌঢ় বুকে আছে শত ক্ষত।
ক্ষতকে ভোলায়—
মনের যৌবন আজ, মুগ্ধ আমি জীবনের শান্তির কুলায়

### পরিচয়

রুগ্ন বুকে সকালের শব্দগুলো ভারি
তবু শব্দ শুনি, যেন জীবনের ঝারি
ঢেলে দেয় চারদিক হ'তে।
এ পৃথিবী লাবণ্যের স্রোতে
রবে চিরদিন—
তোমার মতন নয়, দু' দিনের ভালোলাগা ঋণ
শোধ করে দিয়ে যাওয়া নয়।
পৃথিবীর পরিচয়
চিরযুবতীর মতো পেয়ে গেছি ব'লে—
ভালো লাগে এ- স্নিগ্ধাকে ভোর সন্ধ্যা হ'লে ॥

### রোগশয্যায়

অন্ধকারে মৃত্যু মনে আসে
আমি আছি আজ তার গ্রাসে
তবু দেখি রোজ ভোর হয়
দিতে জীবনের যেন গাঢ় পরিচয়।
ছুঁয়ে যায় সব শব্দ কান—
নেয় টেনে সুন্দর আঘ্রাণ
আসে তারা পরিচিত দিন থেকে বুঝি!

অন্ধকারে তোমাকেও খুঁজি
পলাতকা মেয়ে !
তুমি কোন্ অন্ধ বর্ষা পেয়ে
এসেছিলে অভিসারে তার ছবিখানি
মৃত্যু-অন্ধকারে আমি স্বপ্ন ক'রে আনি ॥

ফেরারী

বৃষ্টি-ভেজা সকালের মতো
আমার হৃদয়ে শান্তি কিন্তু এ- মৌসুমী
আসে যায় আবার হারায় ।
বলো কোথা তুমি
আকাশের কোন্ বা তারায়
পাব নাম বলো ।
আজ চোখ বৃষ্টি-ছলোছলো
তাকায় আকাশে
সন্ধ্যা হয়ে গেলে ।
কবে যে গিয়েছো পথে ফেলে
আজও মনে রাখি ।
তুমি সন্ধ্যাতারা আর ভোরে-ডাকা পাখি ॥

মেঘলায়

মেঘের সংসার !
কত কবিতার মুগ্ধ সার
মনে পড়ে পর পর আজ !
মনে যেন বর্ষার সমাজ
তোলে ধ্বনি-রূপ ।
কে পোড়ায় আকাশে এ- ধূপ
চেয়ে দেখি জানালার থেকে—
এ- বর্ষায় এ- হৃদয়ে এসেছিল কে কে
তাদের কথাই ভাবি একা—
অলস এ চোখে আর ফুরোয় না মেঘমালা দেখা ॥

### নির্ভার

আমি এক কারাগারে থাকি।
শুনি সারাদিন কত ধ্বনি আর গান
শব্দ শুনি শুনি বা চিৎকার।
জীবনের এই দৃঢ় প্রাণের আহ্বান
এর গুরুভার
সইতে পারিনে যেন আর।
শুনি যদি ডেকে যায় পাখি
তার মৃদু আনন্দের ঢেউ—
যেন প্রিয় মুখ এলো কেউ—
এমনি হৃদয়ে করি মুগ্ধ সম্বর্ধনা।
এমনি কুড়িয়ে যাওয়া প্রীতিপূর্ণ কণা
পৃথিবীর থেকে
আর তার বিনিময়ে কিছু যাওয়া রেখে
তা-ই আমি জানি।
আজও পৃথিবীতে আমি বেঁচে আছি তাই বুঝি নিজেরে বাখানি ॥

### প্রার্থনা

জীবনের অনুজ্জ্বল প্রহরগুলোতে
তোমার দুচোখ ভরা গাঢ় স্নেহ হতে
কী বা নিতে পারি, কন্যা, বলো!
মৃত্যু-ছলোছলো
যেন দুই চোখ
পান করে থেকে-থেকে প্রগাঢ় আলোক
যা তোমার জীবনে জীবিত।
দাও আলো, দাও, কন্যা, আমি আজ মৃত ॥

### জীবন

ভিক্ষুকের মতো আমি চেয়ে থাকি আকাশের দিকে
অনুকম্পা চাই।

কোথাও বাজল যদি সুরের শানাই
হাতে নিয়ে ক্ষুণ্ন মনটিকে
বলি, আছে ছাখো তবু ওখানে জীবন
শান্ত হয় এ- দরিদ্র মন।
শুধুই জীবন বুঝি সান্ত্বনার কিছু।
তাছাড়া সবার পিছু পিছু
মৃত্যু আসে অন্ধকার নিয়ে—।
'আমাকে জীবন দাও প্রিয়ে'—
মৃত্যু-দূতী এলে বলি আমি।
দেখি অন্ধকার হ'তে আলো-স্নানে নামি ॥

**বিষণ্ণ রোদে**

বর্ষার বিষণ্ণ রোদে বাড়িঘর প্রৌঢ় হয়ে গেছে
আমার মতন।
আমি তুলে নিই বেছে বেছে
ক্লান্ত পায়ে ওখানে যে কারা কাজ করে।
তাদের অনীহা-ভরা মন
ছোঁয়াচ লাগায় মনে, বসে থাকি ঘরে।

রুগ্‌ণ বুকে কী আলস্য বাসা বাঁধে আজ—
মেঘে-রৌদ্রে চেয়ে থাকি, তার কারুকাজ
আমাকে ভাবায় শান্ত জীবন-মরণ—।
কবে তুমি, কন্যা, সব ভেঙে দিয়ে পণ
আমাকে ভাসাও—
অনির্দেশে, সেই অনির্দেশে তুমি আজও নিয়ে যাও!

## ॥ আষাঢ় ॥

**আষাঢ় এলো**

যেন ম্লান পৌষ এই প্রাবৃষের ভোরের আষাঢ়।
প্রাকৃত ভাষার
কবিতাটি মনে পড়ে আজ :

সো মহ কন্তা
দূর দিগন্তা
পাউস আএ
ঢেউ চলাএ।

হাত থেকে পড়ে যায় হাতে-তোলা কাজ ॥

**পূর্বাষাঢ়া**

আনো ঘনঘটা আনো বাজ
সাড়া দিক উত্তর-আষাঢ়া,
দক্ষিণ অয়নে সূর্য গামী।
মধুরিম আমি
চাই সেই লগ্ন, সারা জন্ম ভ'রে, আজ ॥

**পঞ্চমী**

মেঘের কাদায় লেপা পশ্চিম আকাশ।
সোনালি-রুপোলি জলে উপরে কে চাঁদ আঁকে তার!
পঞ্চমীর যেন পূর্বাভাস
অন্য এক আকাশের; শাদা মেঘ কারুকাজ যার ॥

**পূর্ণিমা**

রাত্রির ম্লান সূর্য দেখছি, চন্দ্র!
কতো না নীরব ওষধি তুলছে মন্দ্র!—
তোমার তনিমা নিয়ে বিনিদ্র সন্ধি—
যাপন করছে আমার দু'চোখ বন্দী ॥

**অম্বুবাচী**

জলো হাওয়ার মতই যেন এলোমেলো ফুল
আমার চোখে এলো—
আষাঢ় মাসে এ কী আমার চৈত্র-রাঙা ভুল!
সে ভুল মাটি পেলো?

### বস্তি

রাতদিন সন্তান-বীজ ধ্বংস করছে বস্তি
তাদের ক্রিমিনীল শরীর দেখ্‌ছি।
কার অপরাধ ?
এ বাস কি সৌভাগ্যশালী হবে না ?
বৃষ্টি যে ধুয়ে ছ্যায় না ক্লেদ—
জল জমায় ঘরে ঘরে—
তবু গান তবু বাজনা
এ বাস কি সৌভাগ্যশীল নয় ?

### ক্ষুধা

ক্ষুধার চিৎকার
ফের শুনি, সকালের মেঘ-অন্ধকার
যেন তার সঙ্গী হয়ে ফেরে !
ভাগ্যবান যারা তারা আজও উনুনেরে
আগুনের তাপ দেয় এ ভিজে সকালে !

আমি বেঁচে আছি আজও দেখি ফুল ডালে
ক্ষুধা-তৃষা মেটায় তেমনি !
শুধু শহরের ব্যস্ত ধ্বনি
শুধু আহারের অন্বেষণ
এমন মেঘের দিনে উতলা করছে যেন মন !

### রক্তকরবী

এ- রক্তকরবী তুমি কেন আনো মেয়ে
আমার টেবিলে ?
আজ কেউ আছে কি এ নাট্যে চোখ চেয়ে
কে দরিদ্র যক্ষরাজে দিলে
ফুল উপহার !
কী আছে আমার !

বসুধারা পত্নী নেই কে বলো সোহাগে
আষাঢ়ের শেষ দিনে পথ চেয়ে জাগে !

**বিস্ময়**

বর্ষা এক বিষণ্ন বিস্ময় ।
ক্রন্দসী কাঁদছে মনে হয়
চৈত্রে যে সহাস ।
আমার আত্মায় যেন কার পড়ে শ্বাস
নীরব করুণ,
কান্না গুনগুন
সেখানেও, গর্বিত উড্ডীন
যে ছিল সতত ।
আজ যেন আকাশেরই মতো
তার রাত্রিদিন !
পারে না সে সব ছেড়ে উন্মত্ত আবেগে
নিরুদ্দেশে পাড়ি দিতে আর,
তার বিচরণ যেন বর্ষা-মেঘেমেঘে,
তেমনি সে কান্না, অন্ধকার ॥

॥ শ্রাবণ ॥

**রবীন্দ্রনাথ**

বর্ষামঙ্গলের গান শুনি ।
কেমন ক'রে যে আজ গান করে গুণী
ভাবি তা-ই—চোখ ভিজে আসে না কি তার
একটি শ্রাবণতিথি ভেঙে দিয়েছিল ব'লে বৃক্ষল পাহাড় ?

গান্ধীজি

হে গুর্জর-প্রতিহার চিনতে এ পাহাড়ের দেশ ।
ভুলব না তোমার আশ্লেষ,
তোমার চোখের নীল তারা
যা আমার সতত পাহারা ।

তুমি নেই ভাবিনে তো আর!
হৃদয়ের সাম্রাজ্য কে করে অধিকার?

### জন্মভূমি

এমন কালো দিনের স্মৃতি চুলের মেঘে রেখে
এলাম ধূসর পথে এঁকে বেঁকে
এ- দক্ষিণে, জল পড়ে না কারো চোখের থেকে
পুবালি গো, তোমায় মনে আছে
তোমার নিবিড় সবুজ গাছে গাছে
ঝড়ের দোলা তোমার চুলের দোলা
মনে এঁকে আজ এ ঘরে মৌসুমী-ঢেউ তোলা!
বাইরে জলো বাতাস হেঁকে যাক—
আমার চোখে চুলের থেকে খুলছে সাপের পাক।
বেঁচে কি আজ তুমি
আছো তেমন, আমার জন্মভূমি?

### ভবিষ্যদ্বাদ

হিংসা-অবিহিংসা মিলে যায়
প্রাণের কোথায়?
প্রাণ-বৈরী না থাকলেই শুধু।
সে- পৃথিবী কোথাও কি ধূ-ধূ
শাদা চিহ্ন হয়ে ডাকে আজকের মাটির পৃথিবী?

রক্তের শরীর, তুই তাকে কি যে দিবি
তাই ভেবে এখনি আকুল?—
সে পৃথিবী দেখবে তো তোর সাদা হাড়ে সাদা ফুল?

### চিল

নীল আকাশের দিকে উড়েছিল চিল।
তার মতো ক্ষুদ্র যেন এ বিশ্ব-নিখিল

মনে হলো তার।
জানে না সে বজ্রবহ্নিময় ও যে বিধাতার দ্বার।
'মেঘ আছে, তার বহ্নিকণা
হে চিল, তোমাকে হানব না,
রৌদ্রে পুড়ে যাও।'
মাটির শরীর মহাশূন্যে হলো নিশ্চিহ্ন উধাও॥

### সন্ধ্যা-প্রতিমা

তুমি যে বিষণ্ণ হও পরিচিত সন্ধ্যার মতন
সেখানে আমার অনুরাগ।
চায় ভোলা মন
ঘুমিয়ে থাকতে আর না হতে সজাগ।
হেসো না হেসো না তুমি মেয়ে,
একবিন্দু কালো
আমার সহস্রগুণে ভালো—
ওঠো না কখনো আর হাসির আলোতে তুমি নেয়ে!

### পাপীয়সী

পৃথিবীর মতো তুমি পাপীয়সী, তাই ভালোবাসা
পেয়েছ আমার।
সে তোমার শুধু অন্ধকার
যে আমার প্রলোভন, পশু সর্বনাশা।
সব জানি, মানি সব, তবু ভালোবাসি।
তুমি ডাক দিলে পথে হেসে ফিরে আসি॥

### পার্থিব

আকাশ ভীষণ মনে হয়।
পৃথিবীতে তাই থাকে সকল বিস্ময়
আমার সমস্ত অপরাধ।
জ্বলুক নিভুক সেই আকাশের চাঁদ

আমি এই পার্থিবাই নিয়ে
দেব উজ্জ্বলতাকে বানিয়ে ॥

### বাইশে শ্রাবণ

বলেছিলে, তুমি গাছ দিয়ে গেছ ফল।
সে- কথা যে করিনি সম্বল
কেন জানো ? আলোর আহার
গাছের মতন নয় আমার কখনো।
যেখানেই থাকো তুমি, শোনো,
আমি পান করি প্রীতি গাঢ় অন্ধকার ॥

### তেইশে শ্রাবণ

চাইনে আমি তো মুক্তি এ মায়াবী অন্ধকার হ'তো !
পারো যদি এসো তুমি, আলোকের স্রোতে
ভাসাও আমারে
ভাদ্রের বন্যায়।
যদি পারাপারে
লোভ থাকে, এখন সে- লোভ যে অন্যায়
জানি মনে-মনে
বাকি আছে এখানেই বহু কাজ, অতি সন্তর্পণে
সেরে যেতে হবে
অকূলের অনন্ত সৌরভে ॥

### ভালোবাসা

হৃদয়-শ্মশানে আমি মাথা খুঁড়লাম,
সেখানে যে এক-ভিড় নাম।
পথ কই যাব কোন দিকে ?
তোমার সে বাঁকা দৃষ্টিটিকে—
আমার জিজ্ঞাসা।
তুমি তো জানোনা মেয়ে কী যে ভালোবাসা !

### মেঘ

মেঘ গর্জমান।
হে পর্জন্য, তোমার সম্মান
দিইনি আমরা।
তাই জরা-মৃত্যু বেশি, তাই, এতো খরা
অর্যমার রোষ।
আমাকে দিও না তুমি দোষ :
আমি ছোটবেলা থেকে গাই মেঘ-মাগনের গান :

**"মেঘ রাজারে মেঘ রাজা তুই না সোদর ভাই**
**একটুখানি বৃষ্টি দে- না ঘরে ভিজে যাই।"**

আমি জানি তোমার সে- সুন্দর মোহন অভিযান
মেঘ-দূত ইতিহাস, তাই
তোমার মার্জনা চাই, ভাই ॥

### মর্ত্যপাখি

অবিচার করে অভিসারে বাসি ভাবা।
তুমি এসেছিলে তারপর সেই
পাতালেই ফের নাবা
মিছেই স্বর্গে থাকি।
আসল কথা যে আমরা মর্ত্য-পাখি
আকাশ-পাতাল দুই পাখাতেই ঢাকি।
জানিনে কে নিয়ে আমাদের আজ
খেলছে নিপুণ দাবা ॥

### বৃষ্টি-শেষে

"পথে কি কষ্ট হলো—
ট্রাম পেয়েছিলে খালি ?
এ সব কিছুই শুনবে না ? তবে
তুমিই এখন বলো
দাও কথা জোড়াতালি।

কেন আসতে না বলো তো কারণ কি সে !
অপিসের ছুটি নেই ?    মিছে কথা
এখন পাবে না দিশে !
তার চেয়ে বলো বৃষ্টি বেজায় ছিল।"
অবশ্য জানো আকাশখানি যে
হ'তে পারে শেষে নীলও ॥

কৃষ্ণাকে

তোমার ছায়ার উপচ্ছায়া শত শত
আমায় যে করছে বিক্ষত
জানো কালো মেয়ে ?—
সে- ছায়ারা আলো চেয়ে চেয়ে
সাদা হ'তে থাকে।
যদি ভুলে থাকি আমি ভুলেছি তোমাকে
ছায়াদের আলো দিতে গিয়ে—
কত আলো তবু তুমি যদিও বা গেছ কিছু নিয়ে !

শুভ্রাকে

তোমার হাসি যে শুধু ছল,
তোমার বিষণ্ণ মুখ তোমার আসল
আজ বুঝলাম।
তোমার যে শুভ্রতার নাম
চিরস্মরণীয় হোক মনে
শুভ্রতা ছিল না ব'লে তোমার হাসির আয়োজনে।

শুভ্রাই আমার কৃষ্ণা হলো।
বলো মেয়ে বলো
অশ্রু-টলমলো
তোমার চোখের মতো তার চোখে আজ
মন থেকে ছেড়ে আমি তাহলে সমাজ

তোমাদের সঙ্গে অশ্রু ফেলি।
জানি শুধু এই আছে আমার পরমতম কেলি ॥

॥ ভাদ্র ॥

**ভোর**

চন্দ্রচূড় নীলাকাশ মেঘ-জটা মাথার উপর।.
বাঃ কী সুন্দর ভোর হলো।
ঘুমে তুমি ছিলে তো কাতর আর এই
ঘুম-জাগানিয়া ভোরে হ'লে ছলছলো
পার্বতীর মতো, তবু অকাল বসন্ত আর নেই
আছে শুধু দেয়ালের ঘর ॥

**নক্ষত্রের নামে**

আমার স্মৃতির প্রেম তোমার প্রেমের স্মৃতি বিনে
খুঁজে বুঝি কোথাও পাইনে।
যে- শূন্যতা বলে, তুমি ছিলে,
তাকেই সাজাই আমি আকাশের নীলে,
নক্ষত্রের নামে।
সময় সেখানে গিয়ে থামে,
হাত পাতে তোমাকেই পেতে,
বর্ষা-বসন্তের কথা মনে আনে তোমার সঙ্কেতে ॥

**নীল**

শুধু এক বর্ণে জলে এ বিশ্বনিখিল :
মহাকাশ নীল—
মহাকাল সমুদ্রের জল।
নীলাম্বরী অত্যন্ত সরল
পরো আজ, জানো কী তা, মেয়ে?
যমুনাতে কোনোদিন দেখেছ কি চেয়ে

পেতে তার মানে?
থরথর এ- হৃদয় জানে
কী যে মহা-অগ্নিশিখা নীল,
প্রাণ ভেসে যেতে চায় তার দিকে খুলে সব খিল ॥

### পরিনির্বাণ

চাইনে কোথাও জন্মান্তর।
এখানেই ঘর-বাঁধা হলো আর এখানেই ভেঙে যাক ঘর।

চন্দ্রসূর্য সাক্ষী থাকো তোমাদের মতো
নিয়ে বুকে ক্ষত
বারবার জন্মমৃত্যু চাইনে যে আমি।
আমি পরিনির্বাণ-কামী ॥

### অনামিকা কে

জাগরণে তুমি সুপ্তি, আমার রৌদ্রে ছায়া
বুভুক্ষা করো শান্ত হে অশনায়া।
তারা হয়ে জাগো বিনিদ্র চোখে তুমি
অসহ দহনে মেঘ হয়ে আনো শ্যামলিম মৌসুমী
তোমার বাতাসে তোমার নামটি লিখা
নীলা—শুধু নীলা হে আমার অনামিকা ॥

### খোলা চিঠি

কথা দিয়ে যাও বারেবারে
আসবে আসবে তুমি আমার পাহাড়ে
তোমার ও সমতল হ'তে।
দিন যায় রাত্রি যায় একটানা বাতাসের স্রোতে
ওড়ে চুল বাইরে দাঁড়িয়ে
আমি পা বাড়িয়ে
আছি প্রতি মুহূর্তেই, কই তুমি এসো!
এসো এসো দয়া ক'রে নাই ভালোবেসো ॥

বাতাসে

মাছের মতন সব গাছের পাতারা
খেলা করে বাতাসের জলে।
আজ মনে-হৃদয়ে যে সাড়া
পাতা-নড়া অশ্রুর উজ্জ্বলে
অজস্র চোখের
সে- কান্নার হাসি ঢের ঢের ॥

॥ আশ্বিন ॥

স্মৃতি

এখন সে দেবদারু বড়ো হয়ে গেছে,
মঠের মতন।
ডালগুলো নেই বারান্দায়,
পাতার মতন তাই কে আর তাকায়
রাস্তার ওপারে ট্রাম-স্টপে!
ট্রাম চলে রাতদিন, বাড়িও দিয়েছে কেউ বেচে,
হঠাৎ এখানে থেমে মন
তাই বুঝি ভস্ম নাম জপে ॥

প্রথম ডাক

তুমি আজ ধূসর আরাম :
সন্ধ্যার বকুল-গন্ধ পথের দুপুরে।
তবু তার আছে যেন সবখানি নাম :
কথাগুলো পড়ে থাকে দূরে,
শুনি শুধু সে প্রথম ডাক—
তুমি : তার প্রতিধ্বনি গন্ধে মিশে থাক ॥

আহিরীপুকুরে

এখানেও যাওয়া যায় ঠিক তত দূরে—
বাস থেকে নেমে ছোট আহিরীপুকুরে।

আহিরিণী নেই, তবু আছে বট-খেজুর-বাদাম
মনে পড়ে যেতে পারে টুপটাপ নাম
সবুজ-হলুদ-লাল। চোখ গেলে জলে
দেখা যাবে সাদা করবীর ঢের ফুল
মুখ দেখে, দেখায়ও, পাতা-কাটা চুল।
এখনও একটি হাঁস জল ভেঙে চলে ॥

### নামহীন ডানা

আসবে কি সবুজ বিশ্বাস
এখানে-ওখানে থেমে-নেমে ?
ফেলে যাব হয়তো এ জোনাকির ঘাস
সবুজ তারার ব্যর্থ প্রেমে।
তার চেয়ে তুমি-আমি নামহীন ডানা
উড়ে যাব, কোনো চিঠি পাবে না ঠিকানা ॥

### কোনো মৃতার প্রতি

সঙ্গী আছে এখন সঙ্গীত
তোমার মৃত্যুর মহা শীত
লাগছে না গায়ে।
আমি কী অপূর্ব চান্দ্র না'য়ে
দিয়ে চলি আকাশে যে পাড়ি
জানছ কি সেই কথা, নারী ?

### প্রার্থনা

হে যম আমাকে তুমি দিয়েছিল দিব্যাঙ্গনা যত
পঞ্চাগ্নিরা সব একে একে রেখে যায় শত শত
বাসবের মতো তাই চক্ষুষ্মান্ আমি।
কত দীর্ঘ যামচ্ছায়া কত আর্ত যামী
তারা যে দিয়েছে তার ঠিকানা তো নেই—
বিনিদ্র যামিনী যেপে এখনো যে চলে তার খেই !

যম তুমি নিয়ে যাও দিব্যাঙ্গনা সব
থাক তারা তোমার গৌরব
আমি চাই নাচিকেত অগ্নি দুই হাতে
পবিত্র পাবক সম যেতে চাই শেষ প্রান্তে তোমার সভাতে ॥

## ॥ কার্তিক ॥

### প্রতীক্ষায়

শ্বেত স্থলপদ্ম ফুটে আছে পাশের বাগানে।
সকালের চন্দ্রে সাদা আঁচ লেগেছে—কার্তিকের
কুয়াশায় আধবোঁজা সকাল।
বস্তির নিত্যকার ঝগড়ার রেশ শুনছি।
তোমার সঙ্গে কি আমার ঝগড়া হয়েছিল ?
সেই যে গেলে আর এলে না। আমার হৃদয়ের
সব রঙ যে সাদা হয়ে গেল ! এই হেমন্তে
গুলঞ্চের মতো একটু হলুদ বুকে ধ'রে
রেখেছি তোমার গায়ে মাখাব ব'লে।
তুমি কি আসবে !

### পাশবদ্ধ

হেমন্তের মেঘলা এ- দিন
আমাকে করেছে যেন অনেক প্রাচীন
প্রতীক্ষিত যেন বটগাছ
পাতায় এখনো আছে নাচ
শুধু তারা আগন্তুক শীতে
ঝরে যাবে একে একে পৃথিবীকে দিতে
ব্যথাভরা হলুদ নিঃশ্বাস
হে আকাশ ছাড়ো তুমি তোমার বিষণ্ণ বাহুপাশ
আমার হৃদয় হ'তে আজ
আছে এ হৃদয়ে সাজা রমণীসমাজ

এখনো তা যায়নি শুকিয়ে—
'তোমাকে এখনো আমি ভালবাসি প্রিয়ে'
বলে মন মনের গোপনে
কাজ নেই, হে আকাশ, তোমার এমন আয়োজনে ॥

**রোমান**

উঠোনের মতো ছোট ন্যাড়া মাঠে ছোট টালি-ঘর।
দেখি এককণা গেঁয়ো সেকেলে শহর।
বউটি কে আনলে এখানে—
উঠোনে উদোম গায়ে আসে বারেবারে,
এটা-ওটা করে :
কখনো কাপড কাচে শানে,
শুকোয় চিকনো মোটা খুঁটি-বাঁধা তারে,
শুনিনে, হয়ত গুন্‌গুন্‌ গানও ধরে ,
কখনো বা একঝাঁক বাসন ঝিকিয়ে তুলে মাজে।
রাত্রির কি উজ্জ্বলতা ছড়ায় সে কাজে ॥

**রোমান্টিক**

হেমন্ত বিকেলে
আকাশ কী শান্ত ছায়া ফেলে
তুলে ধরে চাঁদ,
আস্তে হাওয়া-চুল আঁচড়ায় তাই নারকেল পাতাব চিরুনি
মিহি রোদে, আলস্যের পিঠে, দেখে বুনি
মনে ঘরে-ফেরা সরু স্বাদ ॥

**নিসর্গ-বিলাস**

জানালা খুলেই দেখি সবুজ প্রহরী দুটি তালগাছ স্থির
তাদের উপরে ধরা আকাশের নীল
চোখের শরীর
চোখের নিখিল

তা-ই নিয়ে শান্ত আজ চায় না কিছুই
অপর চোখের আলো ছায়া আর হাসি কান্নাগুলো।
সব যেন একমুঠো ধুলো
পথে কোথা ফেলে এসে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে চোখ
পান করে নীল আর সবুজ আলোক
তার তৃপ্তি যেন ছুঁয়ে যাওয়া মনে একরাশ জুঁই ॥

॥ অগ্রহায়ণ ॥

### নিঃসঙ্গ

একটি নিঃসঙ্গ পাখি উড়ে যায় হেমন্ত আকাশে,
ছবি তার জানালায় আসে।
শালিকেরা তুলছে কাকলি
তাদের ভুলেছি আমি হয়তো তখন
শুধু মনে বলি
হে নিঃসঙ্গ তুমি আজ নিয়ে গেলে মন ॥

### নির্ভুল আলোকে

সব সঙ্গ হ'তে মন বিচ্ছিন্ন করেছে কে যে আজ
জানে না তা বিফল সমাজ—
তুমিও কি জানো
তোমার সুন্দর অভিমানও
তোমাকে যে আনবে না কাছে
জানো কি তা ? বলো মনে আছে—
কাছে এসে চেয়েছিলে চোখে
আমি এক নির্ভুল আলোকে
অন্য আকাশের ছবি দেখে
তোমাকে মুছেছি মন থেকে ॥

### কাছাকাছি

আমি আর চাঁদ মুখোমুখি চেয়ে আছি।
ভোরের চন্দ্রে রন্ধ্রগুলোও নীল
আকাশের মতো খুলেছে দূরের খিল—
চন্দন-আলো দেখে তার শুধু বাঁচি।
দূরকে সয় না আর
কাছাকাছি সব আজ ভালো লাগে মনে
ভাবি বসে আছি এখন তোমারই সনে
ঘুচে গেছে সব দূরের অন্ধকার॥

### আকাশের ভাষা

জবাকুসুমের রঙ নেই
তবু তার খেই
কমলারঙের সূর্যে দেখি
সোনার কমল এ-ই খাঁটি নয় মেকি—
কে করে দীঘিতে আজ খোঁজ
পদ্ম ফোটে কিনা রোজ-রোজ।
আকাশের ভাষা ঢের ভালো
তার অন্ধকার ভালো ভালো তার আলো

### কপোত-কপোতী

জানালায় দুইটি কপোত
উড়ে যায় পায় আকাশের নীল স্রোত।
আমি শুয়ে ভাবি
আমার মনের মণিকোঠা আজ ভুলে গেছে চাবি—
নীলে ভাসে মন
মেঘের মতন।
তুমি নেই পাশে
একটি কপোতী মনে আসে॥

কোনো মৃতার প্রতি

তোমার অন্বেষা নেই, কত মুক্ত আমি!
এক ট্রাম-স্টপ থেকে অন্য স্টপে নামি
কোথাও যে যেতে হবে তার জন্যে নয়
এম্নিতেই, এইখানে নামি মনে লয়।

তোমার অন্বেষা ছিল যেদিন, সেদিন
তোমার হাসির কিংবা কান্নার যা ঋণ
ছিল, তা-ই শুধে দেব ব'লে আয়োজন
হৃদয়ে করতে হ'ত, আজ সেই মন
না থাকলে ক্ষতি নেই কারো কিছু আর।

আমি এ আলোর পরে, তুমি অন্ধকার॥

॥ পৌষ ॥

পৌষের রাত্রিতে

পৌষের রাত্রির অন্ধকারে
মনে পড়ে তারে:
কালো মেয়ে, বিবসনা এলোচুলে দাঁড়িয়েছে বুঝি
আমি তার অন্ধকারে খুঁজি
আমার ভয়ের গূঢ় বাসা।
তাকে ভালোবাসা
ক্ষয়ে যায় হৃদয়ে যেন বা।
মনে হয় পাই যদি একমুঠো জবা
তার পায়ে ঢেলে দিয়ে পাই বুঝি ত্রাণ—
এমনি সে কালো মেয়ে অন্ধকারে যার মন-প্রাণ
শরীর মিশানো।
হে হৃদয়, তুমি জানো
কত দীর্ঘ দিন গেল সে ভালোবাসায়—
সে- ভালোবাসায় ভয় মুক্ত ডানা পায়॥

### পৌষের ভোরে

যেন এক ছুর্যোগের রাত
ভোর হয়ে বাড়াল ছ'হাত
মুঠোভরা আকাশের আলো নিয়ে তার।
নম্র সূর্যে দিন এলো এ কী চমৎকার !
ভাববো তোমাকে সারা দিন,
কালো মেয়ে, ভয় ব্যথাহীন !

### তোমার নামে

আমি স্বপ্ন দেখি—
কোনো শিশু-মুখে ফিরে এসেছে আবার—
স্বপ্ন নয়, সত্য নয় এ কি
একটি শিশু যে সেই নাম নিয়ে ভেঙে দেয় দ্বার
আমার ঘরের ?
আমি শিশু দেখেছি তো ঢের
তবু যে তোমার নামে ক্ষুদে সে বালিকা
অন্যদের মতো নয়, জানো ?
কোন্ পরপার থেকে উচ্ছ্বাস জমানো
ছুই চোখে শিখা
নিয়ে এসো আজ !

চাইতে পারিনে চোখে, মনে চলে নামে কারুকাজ !

### পঞ্চমাগ্নি

কুয়াশায় ধোঁয়ায় এ ভোর।
সূর্য ওঠে, বিষণ্ন আলোর
নম্র হাত ছুঁয়ে যায় শরীর আমার।

শরীরের সব ছায়াময় অন্ধকার
নিয়ে দেখি জানলায় তাকিয়ে তোমায়
উনুনে তুলছ আঁচ তা-ই দেখা যায়।

‘অগ্নিশিখা এসো এসো—’
গান গেয়ে ওঠে মন, কণ্ঠ গুন্‌গুন্‌—
তুমি সত্যি পঞ্চম আগুন ॥

॥ মাঘ ॥

স্মরণে

আজ ভোর এক ভৈরবী নিয়ে কাঁপে।
কালকে ছিল যে আমার জন্মদিন !
ভোরের সূর্য মেঘ নিয়ে আজ যাপে,
কালকে ছিল সে কুয়াশায় অবলীন।

আমার দিবস-নিশি চ'লে যায়, হায়—
শুধু ধূ-ধূ কুয়াশায় !
সূর্য, তুমি যে দিয়েছ আমাকে ছায়া
যে- ছায়ায় ভরা ভোর-ভৈরবী-মায়া,
যে- ছায়ায় আসে সবগুলো প্রিয়মুখ,
আমার তোমার প্রীতি-পরিণয়-সুখ !

নেতাজীর প্রতি

ভোরে তেরঙ্গায় দিয়ে হাত
সূর্যেতে তাকাই,
কিছু আলো, কিছু রৌদ্র পাই তো, সুভাষ !
সূর্যের প্রপাত
তোমার জন্মের দিনে আজও আলো ঢালে ,
নয় পরিহাস !
তোমার সে উজ্জ্বলতা সূর্যে নিল ঠাঁই—
আমি ভাবি তা-ই চেয়ে দিক্‌চক্রবালে ॥

### গান্ধীজির প্রস্তরমূর্তি

একটি নিঃসঙ্গ পদাতিক
চেয়ে আছে চৌরঙ্গীর দিকে,
হেঁটে যায় যেই পথে, নেই ফুল, আছে শুধু কাঁটা।

মোড়ে লাল আলো দেখে গাড়িগুলো থামে এসে ঠিক—
দেখি সেখানের আলো আঁধারেতে ফিকে
গাড়ির মিথুন দেখে ফেরিঅলা কেউ
রজনীগন্ধার সাধে ডাঁটা।

মুহূর্তে আমার চোখে খেলে ডাণ্ডি-সমুদ্রের ঢেউ ॥

### জন্মদিনে

মাঘের অন্তিম দিনে বসন্ত-বাতাস
ডাক দিল যে- প্রাণেরে তার মৃদু শ্বাস
আজও শুনি বুকের ভেতর।
পৃথিবীর ঘর
চেনা হলো এই দিনে কত দিন আগে!
রক্তে আজও জাগে
সেদিনের দুর্মর পিপাসা ;
নিয়েছি পৃথিবী হ'তে বহু ভালোবাসা
তবু যেন বাকি আছে সব।
জন্মদিনে না-পাওয়ার তীব্র কলরব
শুনি মনে-মনে
আগন্তুক বসন্তের সৌরভ-স্বননে ॥

## ॥ ফাল্গুন ॥

### জ্যোৎস্নায়

একটি ঝড়ের পরে আকাশের মতো অনাবিল
কাচস্বচ্ছনীল

এ মন আমার আর্জ ফাল্গুন-রাত্রিতে।
সরু চাঁদে জ্যোৎস্না থাকে দিতে
আমার জানালা।

দূরে নগরীর কর্মশালা
গর্জায়, সে শব্দগুলো ভুলে,
আমি চোখ রাখি শুকনো পলাশের ফুলে
আমার টেবিলে।

যে- বালিকা এ- বসন্ত উপহার দিলে
তার মুখখানি
আমার নিরালা ঘরে জ্যোৎস্না ক'রে আনি ॥

### বসন্ত-নিয়ম

সূর্য আজ কুয়াশায় ম্লান
তবু উষ্ণ আলোর আঘ্রাণ
প্রীত করে, শীত করে দূর
পৃথিবী মধুর।
তবু ভয় আসে
কুয়াশার এ বিষম গ্রাসে
রুগ্ণ শরীরের আজ দেখি ভগ্নোদ্যম—
তোমাকে স্মরণ তবু করি
সুনিদ্রায় গেল ব'লে মত্ত বিভাবরী—
তোমাকে স্মরণ করা বসন্ত-নিয়ম ॥

### সবুজে

তোমার সবুজ ছায়া দাও
দাও কন্যা রোগ যে উধাও
চিরদিন এ সবুজে, জীবন-লীলায়— !
দুপুরের এ পৃথিবী সবুজ বিলায়

আমি চেয়ে থাকি অনিমেষ
সে সবুজে মনে হয় নেই রোগ-লেশ ॥

### যদি

মেঘে-ঢাকা আধখানা চাঁদ নিয়ে আছি জানালায়।
হৃদয়ে তোমার কথা চাপা পড়ে আছে যেন মেঘে
হঠাৎ বাতাস যদি জেগে
সরায় সমস্ত মেঘ তবে পাওয়া যায়
মৃদু ম্লান জ্যোৎস্নার মতন
একটি হৃদয়ে প্রিয় কথোপকথন ॥

### একা

কোথায় উৎসব যেন চলে।
আমার নিঃসঙ্গ মন শুধু আঁখিজলে
পেছনে থাকার ব্যথা জানায় প্রাণের দেবতারে।
হে ফাল্গুন, ফুল্ল উপহারে
তুমি তো দিয়েছ কত প্রাণ!
আমি কার করব সন্ধান
বলতে কি পারো তুমি আজ—
স্মিতমিতরমণীসমাজ?
সইবে কি সে আনন্দ এই ভগ্ন বুকে?
বয়েস কৌতুকে
তাকায় আমার মুখে যেন সর্বক্ষণ
চায় সন্তর্পিত আচরণ।

একা একা বয়ে যাওয়া বসন্তের আনন্দের ভার
নিয়তি আমার ॥

### কুসুমিত

হৃদয় বসন্ত হয়ে আছে
তার গাছে গাছে

কচি পাতা লাল ফুল ভ্রমরের সাড়া
রাত্রিভরা তারা
বহুদূর নিয়ে আসে কাছে।
যুগে যুগে তপোভঙ্গ করেছ যে সেই ইতিহাস
বয় আজ সুরভিত আমার নিঃশ্বাস ॥

॥ চৈত্র ॥

শীতল

তোমার খবর পাই শীতল হাওয়ায়
এ-টুকু পাওয়ায়
চৈত্রের দুপুর কাটে নিঃসঙ্গ এ- ঘরে।

মনের প্রহরে
প্রহরী যে তুমি—!
দুপুরের রৌদ্রসাদা সব পটভূমি
মাথাটি নোয়ায়
মনের অতলে সেই শীতল ছোঁয়ায় ॥

অন্ধকার

মেঘলা ভোরের দিনে মনে পড়ে মেঘদূত শুধু।
তোমার আমার মাঝে ধূ-ধূ
জাগে আজ চৈত্রের প্রহর।
যক্ষিণী, ভালো তো আছে আমাদের ঘর ?
আমার নাম কি লেখো অশ্রুময় চোখে ?
চেয়ে আজ ধূসর আলোকে—
মনে হয় অন্ধ চোখ আমারো, তোমারো
একদিন ভালোবেসে অন্ধকারই তুমি দিতে পারো !

## চাঁদের মতো

এ- সন্ধ্যার চাঁদ
চৈত্রের সমাপ্তি দিনে যেন মায়া-ফাঁদ
তোমাকে ভোলায়।
শুধু মনে পড়ে এই নিভৃত কুলায়
কে-কে এসে ডেকে-ডেকে গেছে।
তাদের নির্মল মুখ আমি বেছে-বেছে
নিয়েছি চাঁদের মতো চোখের উপর
ভ'রে গেছে তাতে যেন এই শূন্য ঘর ॥

## নীল হাওয়া

চৈত্রের সকালে
নীল হাওয়া আসে যেন আকাশের থেকে।
বিষে নীল হয়ে গেল কে-কে
মন আনে তাদেরই তো কথা!
ক্ষীণ ব্যাকুলতা
হৃদয় কাঁপিয়ে যায় হাওয়া যেন কুসুমিত ডালে ॥

## সহমৃত

সুন্দরী তারার সঙ্গে আকাশের চিতা
জ্বালায় সন্ধ্যার সূর্য আজ।
পশ্চিমে কোথায় কে যে অগ্নিকুণ্ডে হয় সহমৃতা
সুন্দরী তারার নিয়ে সাজ—
তাই নিয়ে হৃদয়ের ব্যথা।
কেউ কারো মৃত্যু আনে; জানিনে যে কে তা—
শুধু জানি আমি কারো মৃত্যু নিয়ে আজ মৃতপ্রাণ—
সহমৃত তারার সমান ॥

## গাজন

সে দুর্জয় গর্জন কোথায়!
শুধু তার শব দেয় শব্দ যতটুকু,

বাংলার ভিজে হাওয়া যখন খানিক রুখু-রুখু,
তাকে নিয়ে ফোটায় কথায় ;
হয়তো কখনো গানে, গঙ্গা-ভাগীরথী
যদি-বা পুরনো স্বপ্নে জাগে—
পূর্ণ ছন্দে ফেলে যেন যতি
নতুন মাটির দোলা মাগে ;
তবে বুঝি ছন্ন গজানন
ফিরে পাবে বাসন্তীর কোলে ত'র অপ্রসর ক্ষণ ॥

গোপীযন্ত্র

স্নায়ুতন্ত্রী বাজে নানা সুরে
ফোটায় অনেক ছবি নিকটে ও দূরে
মনে হয় গোপীযন্ত্র আমি—
আমিই বাজাই, আমি স্নায়ুধর স্বামী।
আমিই ফোটাই ছবি আমাকেই নিয়ে
স্ত্রীশরীরে, করি তাকে বিয়ে
ঘর করি, সুখে থাকি ভারি।
গানের সুরের শুনি পদ-কলি তারি ॥

স্থিতি

তোমাদের কর্মকোলাহলে
নর্ম জলধারা
ঝরুক তা হ'লে।
আমি কিন্তু অলস-মন্থর
এক গ্রীষ্ম-কায়
নিয়ে স্থির পণ, অভিপ্রায়
জেগে থাকি, দিনরাত্রি হয়ে যায় সারা—
নিষ্কম্প অন্তর ॥

### প্রতীতি

ক'রে আজ শ্রেষ্ঠ আয়োজন
চৈত্র-চেতনায় জাগা মন
চায় এই পরম প্রতীতি
বৈশাখের ক্রূর ঝড়ো ভীতি
জয় ক'রে যেন চলে যায়।
তবে দীন ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষায়
দীর্ণ কেন আর
তোমার আমার
এই শীর্ণ ক্ষণ ?

### বিস্ময়

সহজ বিস্ময় দাও প্রাণে।
তোমার আমার দীর্ঘ সজাগ অঘ্রানে
আসে কি অমৃত-ঝরা প্রাণ-জিজীবিষা !
অমা-অন্ধকারে যেন শেষ করে তৃষা
পৃথিবীর পরমায়ু হ'তে নিয়ে ছোঁওয়া
শীতান্তের হাওয়া
পায় নাম বসন্তের গানে।
শুধুই সন্ধানে
শেষ হয় জীবনের রতি।
আমার তোমার প্রতি
বিধাতার সে ক্রূর ইঙ্গিত
ঊর্ধ্বে তুলে শেষ করে যেন দীর্ঘ শীত ॥

### দুপুরে

দুপুরের মতো
নির্মম বস্তুত
নেই আর কিছু।

নেই যাওয়া এ শয্যার থেকে
কারো পিছু পিছু,
যেমন প্রত্যেকে
রাস্তা অনুসারী।
জীবনের মতন জুয়াড়ি
আছে আর যদি
সে তোমার স্মৃতি নিরবধি ॥

## চৈত্র-চিন্তা

মন যেন চৈত্রের দুপুর
পুড়ে ভস্ম করে মৃত বৎসরের গ্লানি।
কোথায় না জানি
আমার আকাঙ্ক্ষা হ'তে দূর
আছে এক সিক্ত প্রাণ-ভূমি—
সেখানে রাজত্ব করো তুমি!
যেতে হবে সব ফেলে রেখে তার কাছে
সেখানে হয়তো আজও বাঁচে
আলোর অঙ্কুর
বেঁচে থাকে অনাগত আলো, গন্ধ, সুর ॥

## স্মৃতি

আমার নির্জন রাত্রি হাওয়ায় মুখর।
আমি যেন পাই তার স্বর
যে এমন বসন্তের দিনে
এসেছিল দিতে তার মন—
মনের নিঃস্বন
নিল কি এ হাওয়া আজ চিনে?
বিনিদ্র বসন্ত যায় স্মৃতির প্রলাপে
যেখানে সে ছুঁয়ে গেছে সেই ঠোঁট সেই বুক কাঁপে ॥

### বিচিত্রা

হৃদয়ের জন্ম-নিকেতনে
কতবার জন্ম নিলে তুমি—
কখনো মরুর মেঘ, কখনো মৌসুমী,
আজ ভাবি তুমি ছিলে স্থির এক আকাশের মনে ;
সে আকাশে যেতে হয় রৌদ্র আর মেঘ মুছে গেলে
মুছে যদি যায় তারা মনের বিকেলে ॥

### সততা

তুমি আর নও ব'লে সময়ের হাতে
তোমাকে তোমার মতো নিভৃত ছায়াতে
নিয়ে বসি, শব্দ শুনি আমার কথার ।
এখন উজ্জ্বল মুখ ম্লান সততার
তোমার যে দেয় রূপ-নাম
সেখানে কোথায় প্রেম, নিয়ত সংগ্রাম ॥

### রক্তবীজ

সময় হয় না অন্ধকার রাত্রি পেলে ।
সেখানে উজ্জ্বল তুমি যে- মশাল জেলে
সে আমায় রক্তকণা সমুদ্রের মতন প্রাচীন ;
মীনকন্যা তুমি তার জলে ।
পৃথিবীর পাখা রাত্রি-দিন
তোমাকে পায় না তার আকাশের তলে ॥

### অদ্বৈত

মিশে গেছ ব'লে তুমি আমার হৃদয়ে
আমি কি দ্বিগুণ-আয়তন !
আমার পৃথিবী আজ এমন নির্জন
পাহাড়ে সমুদ্রে ঝড়ে ! যেন কোনো বিস্মৃত দেবতা
ব'লে যায় পুরাতনী কথা
যা ছিল আমার সৃষ্টি স্থিতি আর লয়ে ॥

### জন্ম

তুমি নারী ব'লে আমি তোমাতে বাঁচতে পারি শুধু,
দু'বার জন্মের স্বাদ পাই।
আর সব মৃত্যুর জীবন
আমার দেয়ালে থাকে যার শূন্যতার আয়োজন
যার পূর্ণতার ছায়া ধূ-ধূ
গলিপথে যেখানেই যাই ;
তুমিও তোমার চেয়ে বড়ো ছায়া ফেলতে পারো না
যেখানে তৃতীয় জন্ম-বীজ যেত বোনা ॥

### বিবর্তন

ছায়ার মতন ব'লৈ এখন তোমাকে ভালোবাসি।
কান্নায় করুণ হয়ে গেছে যেন বিদ্রূপের হাসি,
চোখের সমস্ত অপরাধ।
এখন তোমার মুখে হৃদয়ের সাধ
সজল মেঘের মতো তার বর্ষা পায়।
পৃথিবীর রৌদ্র যাকে নিয়ে গেছে রূঢ় মৃগয়ায়
ফিরে সে হরিণ হয়ে আসে,
কাঁপে ঠোঁট, মুখ রাখে ছায়া-ছায়া ঘাসে ॥

### স্নাতা

তোমার স্নানের গায়ে দুপুরের একটি পুকুর
বুকে যার সাদা হাঁস ভাসে।
সাপলার গন্ধ পাই তোমার নিঃশ্বাসে,
জামরুল গাছে ঘুঘু-স্বর
শুনব যেন বা ঠোঁটে যদি কথা ফোটে।
হাওয়ায় সবুজ ভাঁজ ওঠে
জলরঙ শরীরের আনাচে-কানাচে
যদিও জানিনে আজ সে- পুকুর আছে কিনা আছে ॥

## কথা-অন্ধকার

কোনো কথা বলতে পারিনে
তোমার কথার স্মৃতি বিনে।
তোমাকেই ভুলে যাই, তোমাকেই মনে পড়ে ফের,
তোমাকে পেয়েও যেন পাওয়া বাকি রয়ে গেছে ঢের—
সব ভোলা, মনে-পড়া, পাওয়া ও না-পাওয়া
শুনে যেতে চায় যেন অন্ধকার হাওয়া
সন্ধ্যা হয়ে এলে।
আমি কথা বলি আলো জেলে,
কথায় পড়ে না আলো, থাকে অন্ধকার,
তুমি আলো নও ব'লে কথাও খোঁজে না আলো আর॥

## স্মরণীয়

॥ এক ॥

বেল-চাঁপা-রজনীগন্ধায়
সড়কের হাওয়ায় বাগান।
হঠাৎ স্নায়ুরা করে স্নান
তোমার সন্ধ্যায়।
তুমি কি কোথাও আলো জ্বালো ?
কোনো ট্র্যামে নামবে কি এসে ?
পথ যেন এখানে ফুরালো
তোমায় আবার ভালোবেসে।

॥ দুই ॥

ফুলের দোকানে কিনি ফুল,
ভুলে যাই ঘরে যেতে হবে,
কবেকার চুলের সৌরভে
করি আজও ভুল।

॥ তিন ॥

ভুল কি না বলতে কে পারে—
আমি যদি রাখি ফুল আমার প্রাচীন শবাধারে

# জীবন, তোমার কাছে

॥ এক ॥

জীবন, তোমার কাছে আমাদের দাবি
এই শুধু আছে যেন সময়ের চাবি
অন্য কারো হাতে চলে গিয়ে
দেয় তবু চিরন্তন অন্তর মিশিয়ে
আমার তোমার আর সবাকার চির ভালোবাসা
রেখে যাওয়া, যেন সর্বনাশা :
কোথাও অসার কোনো মেঘের কিনারে,
কোথাও আষাঢ় এনে যেন বারে বারে
নিয়ে তার শস্যের নিঃশ্বাস
ভরিয়ে দেয় তা দিয়ে স্বাস্থ্যের পরম
উত্তাপ আরাম আর দেহ মনোরম
দেশের অপূর্ব মৃদু স্বপ্নিল আরাবী।

॥ দুই ॥

দূরাগত ঘ্রাণ আমাদের
মাতালের মতো আনে অভিমান যত
কোনো মানে নেই শত শত
প্রার্থনায় ঢেলে দিতে আকুতির জের
দিন অবসানে
কবে কোন্ দিনান্তের দানে
এসেছিল তোমার আমার
একান্ত মঙ্গলময় জীবন বিথার
তার আজ সঙ্কুচিত পরাজয়-গীতা
শুনি যেন গায় কোনো প্রীতা।
গেয়ে চলে মনের দুকূলে
যেন সব অশান্তিকে ভুলে।

॥ তিন ॥

যেন কাল সৌন্দর্যের মহৎ কল্পনা
আত্মার সুরভি
আমাদের পরম পূরবী
ছিল কোন উজ্জ্বলতা নিয়ে
অমৃতের কত মৃদু মন্ত্র দিয়ে দিয়ে
আমাকে সন্বিত দেয় কিন্তু তার আদি
জানা নেই জীবনের বিস্মিত সত্তার
বারবার
আসে আর যায়
বিস্মৃতির প্রায়।
আজ তুমি কোথায় বলো না
কোথায় তোমার পত্রখানি
কোথায় সে জীবনের মন্ত্রগাথা বাণী
আসে এই দিকে
আসে জীবনের মন্ত্র দিয়ে যেতে যেন
কোনো দিন শুনবে সে কেন
ছিল এইখানে ॥

## অভীপ্সা

॥ এক ॥

শুধু অন্ধকারে যদি বারে বারে ডুবে যাও তুমি
তোমার মনের পটভূমি
দুর্যোগের দিন
পার হয়ে মনোময় আকাশে বিলীন
নীল নীল আলোর মতন
কোনো সুসময়
আনতে পারবে বলে যেন মনে হয়।
মনে হয় সব যদি আত্মীয়ের মতো
নিতে পারতাম আর তাদের সতত
মোহ দিয়ে দিয়ে ভালোবাসা
দিয়ে কোনো চিরন্তন আশা
সময়ের মতো ধাবমান
হওয়া যেত যদি
তবে বুঝি হ্রস্ব হ'ত কাল নিরবধি
হ'ত আন্তরিক
মন খুঁজে পেত এক মনোময় দিক।

॥ দুই ॥

কোনোদিন সন্ধ্যা অনুরাগে
তোমার স্বাধীন সত্তা নিয়ে
বাংলা দেশ, দিয়েছি যে প্রেম তাই জাগে
হৃদয়ে আমার আজ।
হে প্রাচীনা প্রিয়ে
তোমার আমার যত্নে যত কারুকাজ
তৈরী হলো তা কি নয় প্রচুর তেমন
তা কি নয় মৃদু আয়োজন

অস্ফুট কল্পনা
আর অশ্রু নোনা
বৃহতের তরে
এই রুদ্ধ অন্ধকার ঘরে ?
তা কি নয় বেদনা অদ্ভুত
নয় কোনো ভবিষ্যের দূত
কল্যাণের একটু প্রার্থনা।

॥ তিন ॥

তোমার মন্দির হ'তে দূরে
তোমার ভীষণ শব্দে সুরে
জাগে ভীরু মন।
জাগে যেন বসন্তের বন
গভীর হৃদয়ে।
বহু ক্ষতি ক্ষয়ে
তোমার এ সন্ধ্যা নক্ষত্রের।
তার আগে ঢের
মনে অপচয়
থাকে যেন পুঞ্জীভূত হয়ে।
তোমার অনন্ত মধুমাস
তোমার আশ্বাস
থাক হার্দ্য রুচির মতন
আমার এ পরাজিত মন
হোক স্থির এই কথা জেনে
জীবনের অবিচল কোনো সুখ-লগ্নটিরে মেনে॥

# কুয়াশায়

আজ ভোরে বাড়িঘর কুয়াশায় নিয়েছে কবর,
পৃথিবী মৃতের স্থান মনে হয় তাই,
কিম্বা রোগী হাসপাতালের সাদা সিক্ত বিছানায়
আমার মনের প্রান্তে মৃত কথা মৃত ছবিগুলি
এনে দেয় বুলিয়ে কে সাদা-রং তুলি !
তার হাতে হায়
নবতন কিছু নেই পুরাতন স্পর্শ শুধু পাই,
আর্ততায় এ হৃদয় কাঁপে থরথর !

ভয়ের শরীর
আমার হৃদয়ে করে ভিড়
মৃত পৃথিবীর কথা আনে।
জানে মন জানে
অমৃতের পুত্র নেই কেউ,
শুধু মৃত্যু ঢেউ ভাঙে আর তোলে ঢেউ॥

## রৌদ্র-মেঘ

আশ্বিনের রৌদ্রভরা মেঘে
কৈশোরের দূর স্মৃতি লেগে
ছবি কি আঁকায় মনে-মনে !
যে- ছবি পালিয়ে-যাওয়া এক বালকের,
শহরের ঘের
যাকে ধরে রাখতে পারেনি !—
চলে গেছে গ্রামে !
সেখানে হঠাৎ বুঝি থামে
দেখে এক বালিকার বেণী !
দু'জনের দু'টো কথা থাকে শুধু জেগে
সমস্ত আশ্বিনময় বুঝি !

হৃদয়ে সে কথা আজও খুঁজি
প্রৌঢ়তায় এসে ।
সে কিশোর-কিশোরীকে আমি ভালোবেসে
রেখে কি দিইনি মনে ছবির মতন ?
আশ্বিনের রৌদ্রমেঘে করে তারা এখনো উন্মন ॥

## প্রতীক্ষায়

পূবের সূর্য যে গেল পশ্চিম আকাশে,
আর কত দীর্ঘ হবে বলো এ জীবন,
তোমার চিতার ভস্ম স্মৃতিকে করবে নিপীড়ন
যেন মৃত্যু-গ্রাসে
আর কত দীর্ঘকাল বলো !
রক্তে ছলছলো
করত যে ভালোবাসা তা-ও শুষ্ক আজ।
তেমনি তো আছে সব রমণীসমাজ
তবু সব ছেপে কালো চিতাধূম শুধু
ওঠে ভবিষ্যৎময় ধূ-ধূ।
তোমার প্রতীক্ষা আছে আর কিছু নেই
অন্য আকাশের তলে শুধু তোমাকেই
পাব ব'লে আছি।
মনে মনে গাঁথি আজ ফেলে-যাওয়া ছিন্ন মালাগাছি

## ‘সন্ধ্যার রজনীগন্ধা ভুঁইচাঁপা জুঁই’

জুঁই
ছুঁই কি না ছুঁই,
তোমাকে দিলাম আজ প্রাণ।
কোন্ মেয়ে ছিলে তুমি উষার সমান
তা নিয়ে বানিয়ে কথা আজ আর অপমান নয়—
নয় পদাবলী ক্ষিপ্ত পায়ে, পরিচয়
পেয়েছি, তোমার নিই ঘ্রাণ।
আছে জানি দুই
জুঁই।

তুমি ভুঁইচাঁপা!
বিরাট বাড়িতে পেলে ঠাঁই!
কে নেবে তোমার গন্ধ, সবুজের মাপা—
নাক নিয়ে? তবু যে তোমার গন্ধ পাই
ঢেউ ওঠে মনে, লাগে তরঙ্গের দোল সাগরের।
সরোবর হ'তে চায়, সমুদ্রের রাত্রি নিয়ে ফের
ফেরারি, এ মন সেই লবঙ্গের দ্বীপে।
তবু ফিরে মৃদু স্বরে তোমার সমীপে
উপস্থিত করি আমি, ভাই,
সখী-সখা কথা শুধু, মাপা—
নেই, নাম চাপা
থাক্, ভুঁইচাঁপা!

রজনীগন্ধা তুমি!
ঢেউ ওঠে মনে রাত্রি-গন্ধে কাঁপায় সকল ভূমি—
জন্ম মৃত্যু, টেবিলের শোভা একাকার চুম্বনে
ক'রে দাও নিয়ে শ্বেত আলোকের বনে।

তুমিই আমার শুভ্রা সরস্বতীর বর্ণ চুরি
করেছিলে ব'লে সবাই তোমাকে সাপের মতন তুলি
এঁকে তুলি দিয়ে, ওটুকু স্মরণ ভালো নয় ব'লে ভুলি,
টেবিলেই রাখি ইচ্ছেমতন অন্য ফুলের জুড়ি
গুলঞ্চলতা, ওষধির গুণ তার থাকে মনে-মনে ॥

# বিপ্রলব্ধ

॥ এক ॥

তুমি এক দূরের বাতাস
যেখানে আরেক আলো অন্ধকারে ফেলে তার শ্বাস
অন্য ভোর-গন্ধে ভবা, যার
অনুভব স্বপ্ন হয়ে থাকে।
পৃথিবীর স্বচ্ছ কোনো নির্যাসে তো-াকে
দেখে থাকবো-ও বা,
ছায়া নয়, যেন ম্লান শোভা
সব ছুঁয়ে কাঁপে
তারপর পরিচিত অন্ধকারে ডোবে অভিশাপে।

॥ দুই ॥

সেই দূরে সে- আলোয় আমার যে- ছবি
ঘুমোয় অঘোরে,
কিংবা জাগে, শোনে মুগ্ধ তোমাব ভৈরবী
অফুরন্ত ভোরে,
তাকে ভুলে যেতে পথে শ্রমজলে সমস্ত দুপুব
শুনি আমি দিন-ভাঙা সুর।

॥ তিন ॥

তবু যদি তাকে মনে পড়ে নীল বাতাস-দোলায
সাধ্য নেই এ- পথেব অকরুণ প্রবাস ভোলায় ॥

# ভিড়

রাত্রির আকাশ
ইশারায় ডাকে যেন পথে যেতে নেমে
চলন্ত আলোর সজ্জা নিয়ে আছে যে- পথ দাঁড়িয়ে।
মানুষের ছায়া কি ছাড়িয়ে
পাই কোনো নিভৃতির নীড় ?
ভিড়, চারদিকে শুধু ভিড় !
গঙ্গার প্রসন্ন হাওয়া নেই, ক্ষিপ্ত সে ভিড়ের শ্বাস !
যাই পথে থেমে,
ফিরে আসি ফের জনশূন্য এই ঘরে ;
এখানে তোমার ভিড়—ভিড়, ভিড়—মন ক্লান্ত করে

## নদীর মতো

ভোর ।
আমার চারদিকে ভিজে করগেটেড টিনের চালা ছুঁয়ে
উনুনের মিহি ধোঁওয়া উড়ছে ।
আমি যেন এক বাষ্পঘরে আছি । রোগী !

রোগের মৃদু যন্ত্রণা আনন্দের মতো এই শীতল ভোরে
আমাকে আচ্ছন্ন করল !
তোমাকে যদি একটি ডাকে চৈত্র-ভোরে জাগাতে
পারতাম !

তুমি নেই অনেক দিন হয়ে গেল ।
ভুলে-যাওয়া এক নদীর মতো তোমাকে আজ মনে পড়ে-
যে- নদীর তীরে বসেছিলাম !

এখন এই শীতলতায় আমি আবার সেই নদীর সময়
গুনছি ।

## বৈশাখের দিন

দুপুরে এক রুদ্রতার সঙ্গে মিতালি।
আর বিকেল এলে ঝিরঝিরে নরম হাওয়ায়
সব স্নিগ্ধতার স্বপ্ন দেখি।
হাওয়া কেটে উড়ছে তখন নারকেলের পাতাগুলো
সে পাতার সবুজ যেন চোখের উপর এসে হাওয়া কাটে।

এই তো আমার বৈশাখের দিন :
ভোরের সঙ্গে বিকেলের মিতালি
শুধু ধূ-ধূ দুপুর ছন্নছাড়া।

আমি ছন্নছাড়া দুপুরের প্রতাপে
বিনিদ্র বিস্রস্ত আমার ঘরে
তোমার শীতল চুলের কথা স্মরণ করি।

সে চুল দুই মুঠোতে জড়িয়ে ছড়িয়ে যেন
আমি উন্মাদ !
আমার হিংস্রতা তোমার ফুলের হাসির পাশাপাশি।
শান্তি, তাতেই শান্তি আমার
এই রুদ্র বৈশাখে॥

## আষাঢ় ১৩৬৮

আষাঢ়ের জলধারা এনেছে প্লাবন।
তবু যেন মন
মেঘ দেখে ময়ূর-মাতাল।
এ মেঘের দিন চিরকাল
মনে যেন বিরহের দূত,
মনে যেন আশ্চর্য অদ্ভুত
মেঘ-রাত্রি-ভয়
যেন পথে হারিয়ে গিয়েছি মনে হয়।
তবু কোনো কাজরীর সুর
মেঘ দেখে মনে পড়ে, আসে বহুদূর
সেই সুরে মনের নিকটে।
নিকটের সুর কাঁদে ভাঙা নদীতটে॥

## জীবন-মৃত্যু

কপাটে আমার
হাওয়া নয়, তোমার আত্মার করাঘাত
বাইরে নয় তো অন্ধকার
আমার অতীত যেন ছিল সারা রাত।
কী দুর্জয় ভয়ে, মৃতা, কেঁপে উঠেছিল এই বুক!
তোমার মৃত্যুর দিন হ'তে
আমার এ আত্মার অসুখ।
দিন যায় জীবনের স্রোতে
সারা রাত মৃত্যু নিয়ে থাকি
বিনিদ্র, হঠাৎ ডেকে ওঠে ভস্ম হ'তে ভোর, পাখি॥

## ডাক

একটি পাহাড় ডাকে, ধূসর পাহাড়
দূর থেকে, না কি এই হৃদয়ের থেকে !
পাথরের হাড়
উঠেছে শরীরে তার যেন এঁকে বেঁকে !
তাই আমি বসন্ত-বর্ষায়
পারিনে ফোটাতে ফুল, তারা চলে যায়
বিস্মৃত অতিথি !
পাহাড়ের হাড় ডাকে, তাই বনবীথি
ইশারা আনে না ইতস্তত ।
আমি বদ্ধ শিলাযুগে, সময় নিহত ॥

## অঘ্রানে

লাল সূর্য অস্ত যায় লাল সূর্য ওঠে
অঘ্রাণের ঠোঁটে
কুয়াশার হিম-ছোঁওয়া, রিক্ত মাঠে হিমেল বাতাস
কে ফেলছে শ্বাস
হৃদয়ের বাইরে যে বসে
আমার রক্তের লাল যেন যায় কষে
কালো হয়ে রোজ।
আমি খুঁজি পাইনে তো সে মৃত্যুর খোঁজ
আমার শিকড় থেকে যে- মৃত্যু ছড়িয়ে গেছে শাখায় শাখায়
হেমন্তে কি পাব তাকে নাকি শেষ বসন্তের পাখির ভাষায়!

# পূর্ণ

একটি ফুলের মতো সুরভিত তোমার স্মরণ !
তুমি ছিলে ফাল্গুনের মন
খুশি দিয়ে ভরা
আমি তার স্মৃতির পসরা
বহুদূর বয়ে আজ ভাবি,
দিয়েছিলে কবে যেন হৃদয়ের চাবি
সে- হৃদয় লুটেছি দু'হাতে
আজও ঘুম ভেঙে গেলে কোনো মধ্যরাতে
নিঃশ্বাসে তোমার গন্ধ পাই
সব ব্যর্থতাই
ভরে যায় পূর্ণতার স্বাদে
তোমাকে হারিয়ে তবে কেন মন কাঁদে
কেন তবে এত কথা বোনা,
তুমি তো হৃদয় ভ'রে আকাশ—আকাশময় সোনা !

# নির্জন এ ঘরে

আমার হৃদয়ে ভাসে আমার যে কত শত শব !
তাই নিয়ে প্রৌঢ়তার দিনগুলো হতেছে নীরব
রাত্রির মতন,
কাল-রাত্রি, আমি তার পাইনি তো মন,
নিদ্রা সে দেয় না চোখে, দেয় অশ্রু শুধু।
একটি ধূসর অনুভব করে ধূ-ধূ
প্রতিটি প্রহরে।
প্রেমহীন নির্জন এ-ঘরে
আমিই আমার প্রেত ঘুরিফিরি একা,
ভোর নেই এ- আকাশে নেই কোনো আলোর রুপালি রূপ-রেখা

## রাত্রি

রাত্রির আকাশ যেন তারার ফোয়ারা।
হৃদয়ে কে ডেকে ডেকে সারা
পায় না উত্তর।
এ রাত্রি আমার স্বয়ম্বর।
রাত্রি ভালোবাসি ভ্রূণ-অন্ধকার হ'তে
রক্ত কালো স্রোতে
আমাকে পাড়ায় ঘুম স্বপ্নের আলোতে।
আমার তারারা নিদ্রালসে ধূ-ধূ নীল
রৌদ্রকরোজ্জ্বল আছে সে কোন্ নিখিল!

# অন্ধকার মেয়ে

রাত্রিহীন দিন
এ হৃদয় করছে মলিন
হাজার ছোঁওয়ায়।
তোমাকে রাখব নেই একটু সময়।
আজ মনে হয়
তুমি সব রাত্রি যেন নিয়ে গেছ, অন্ধকার মেয়ে,
তোমার সময়, স্থান তোমাকেই চেয়ে
চলে গেছে হায়!
ভোর নেই, সন্ধ্যা নেই শুধুই দুপুর
শোনায় কেবল আর্ত সারং-এর সুর
মনের গভীরে।
কবে পাব ফিরে
রাত্রির বেহাগ
তোমার মৃত্যুর ছায়াময় অনুরাগ!

## দুরন্ত সময়

আত্মার গভীরে আর্তনাদ
করে যেন সমস্ত অতীত
আমি তার শিহরণ, শীত
রূঢ় মৃত্যুস্বাদ
পাই রক্তময়।
আমি এক দুরন্ত সময়
ছুটে চলি ভবিষ্যতে একা
তবু পথে পাই বুঝি অতীতের দেখা
সে আমায় থামায় নিমেষে।
কাকে ভালোবেসে
কবে যে কোথায় ফেলে আসি
তার অশ্রুরাশি
নিতে হয় বক্ষের সঞ্চয়ে।
অতীতের ভয়ে
ভোলে তার মনের আহ্লাদ ॥

## আবহাওয়া

হৃদয়ের আবহাওয়া জানে
কখন গভীর হয় মন
শ্রাবণের মেঘের মতন
কখন বা ফুল ফোটে রৌদ্রের বাগানে
হৃদয়ের আবহাওয়া জানে।
জানে তুমি ভিজে যাও শিশিরের মতো
তোমাকে পায় না মন কোনমতে আর,
কামনার কলিগুলো করে পারাপার
শীত হ'তে বসন্তের ব্রত॥

## চেতনায়

তবু তুমি থেকো
চেতনায় ছায়া, স্মৃতি, ম্লান রেখা হয়েও যদিবা।
অন্ধকার নম্র করে দিক সেই বিভা
কিছু থাক মুছে যায় যদিবা অনেকও।
সব ফিরে পাব মনে হয়
একে একে তোমার আলোতে।
যে- নির্মম স্রোতে
হারিয়েছি মরমী হৃদয়
তোমার আলোতে আর থাকবে না তার সর্বনাশ
আমার শুকনো মাঠে রোমাঞ্চিত ঘাস
পাতবে আসন।
চেতনায় শুনি আজ তারি আয়োজন॥

# উত্তীর্ণ

রাত্রির সমুদ্র থেকে মুক্তারঙ ভোরে
উত্তীর্ণ হয়েছি এতদিনে
আকাশ আলোরে
প্রেমের মতন বুঝি চিনে
নিলাম এখন
রক্তে অপ্রেমের রঙ
মুছে নিল নীল সুবাতাস
যেই আয়োজনে ঘাসফুল আর ঘাস
মৃত্তিকার রোমাঞ্চের মতো
আজ হ'তে হৃদয়ে সতত
আজ হ'তে মনের অতলে
বসন্তে, শরতে, শীতে, আষাঢ়ের জলে
আঁকবে সবুজ প্রেমচ্ছবি,
আজ ভোর তারি যেন অপূর্ব সুরভি ॥

## অতীত-ভবিষ্যৎ

রাত্রির মতন এক বিষণ্ণ প্রতীক্ষা যেন মন
কোথায় যে অন্ধকারে ভবিষ্যৎ আলোকের করে আয়োজন
তার দিকে চেয়ে থাকে স্থির।
যেন কার উপস্থিতি যেন কার ছায়ার শরীর
রক্তে প্রতিভাত।
যা- কিছু আপাত
তার উপেক্ষায় কাটে সুদীর্ঘ প্রহর।
তারপর প্রভাতের অনর্গল আসে কলস্বর
কোথা ভবিষ্যৎ ?
এ যেন অতীত, চেনা, ব্যবহৃত এক জীর্ণ পথ ॥

# শিল্প

তুমি যে বর্ষার মেঘ, সমুদ্রের কণা
আমি ভুলব না
ফুলের বাগান তুমি সাজিয়ে গিয়েছ সারি সারি
গন্ধ নিয়ে তারি
দুহাতে বিলাই আমি আজ।
আমার মনের কারুকাজ
তোমার প্রেমের শিল্প আর কিছু না তা'
তোমার ফুলের গাছে ফুল আর পাতা ॥

## দর্পণ

পুকুর শিল্পীর পট গাছের ছায়ারা আছে মেলামেশা ক'রে
আমি যাই ভোরে
দৃষ্টিস্নান ক'রে ঘরে ফিরি।
পবিত্র ভোরের মতো মনে হয় হৃদয়ের সিঁড়ি
তা বেয়ে অক্ষয় স্বর্গবাস।
গত দিনরাত্রিময় মলিন নিঃশ্বাস
মুছে দিয়ে এই মাটি এই ঘাস পাই অন্য নামে
পুকুরের মতো যেন আত্মার বিশ্রামে
উত্তপ্ত দুপুর কেটে যায়
চোখে স্বপ্ন ছায়ার ছায়ায়॥

## চৈত্রের কবিতা

॥ এক ॥

হাওয়ার মতন তুমি ছুঁয়ে গিয়েছিলে এ শরীর।
আমি তাই স্থির
বসন্তের শত প্রলোভনে
শুধু আসে মনে
তোমার ছোঁওয়ার গন্ধ, গান,
সেই স্মৃতি মনে অফুরান
এ হৃদয়ে চিরস্মরণীয়।
দিও তুমি দিও
এই প্রীতি কাল-বৈশাখীতে মৌসুমীতে,
মনে হয় যেন আচম্বিতে
তুমি আছ আমাকেই ঘিরে
মৃত্যুহীন তোমার এ হাওয়ার শরীরে।

॥ দুই ॥

তুমি কি কোথাও আছ আজ
আকাশে, হাওয়ায়?
ব্যাকুল চাওয়ায়
উৎসুক হবে কি ফেলে সব কিছু কাজ
ডাকবে আবার প্রিয় নামে?
সময় থমকে যেন থামে
তোমার আশায়।
যে- ভালোবাসায়
রেখে গেছ, আমি আছি আজও তা-ই নিয়ে।
বোঝাব কী দিয়ে
চৈত্রের হাওয়ার মতো থরথর মন
করতে পারে না আয়োজন
শুধু চঞ্চলতা—
কোথাও যে আছ বলো হৃদয়ে বলো তা॥

## প্রতীক্ষায়

তোমার মুখের ছবি ম্লান, তুমি নির্বাক এমন !
স্বপ্নে দেখি, কেঁদে ওঠে মন।
কোথায় তোমার সেই উজ্জ্বল আলাপ—
সত্যি কি এমন হয়ে গেছ, বলো কার অভিশাপ !
সে কি শুধু প্রত্যাখ্যানে তুমি আর সেই তুমি নও !
কও কথা কও
মনের অতলে যেন শুনি তার ধ্বনি
বরেণ্য রমণী
বলো স্বপ্ন মিছে সব ভুল—
আমার বাগানে আজ প্রতীক্ষিত বসন্তের ফুল ॥

## জয়

জীবনের প্রতি অঙ্কে শুধু পরাজয় !
আজ মনে হয়
তা-ই ভালো, ভালো এই অজ্ঞাতবাসের ঘরখানি।
মৃত বন্ধুদের মনে আনি
আনন্দে, ব্যথায় ;
নিরুদ্বেল দিন কেটে যায়।
কোথায় চলেছে জয়-পরাজয় খেলা
সব অবহেলা
ক'রে আজ পবিত্র হৃদয়।
ভুলে গেছে জীবনের সব ক্ষতি-ক্ষয়,
ভুলেছে এ হিংস্র বর্তমান।
তা-ই ধ্রুব জয়ের নিশান॥

## শেষ

এ জীবন কঠিন প্রার্থনা
দিকভ্রান্ত রক্ত প্রতি কণা
শোধ ক'রে আমরণ ঋণ
শুভ্র করে মন।
হৃদয় যে কবে কারে করেছি অর্পণ
সে দান মলিন
মুছে যায় বৃদ্ধ দেহ হ'তে।
রক্তিম আলোতে
মৃত্যু এসে সহাস্য ভাষণে
প্রার্থনার শেষ করে হৃদয়ে ও মনে।

## শ্রীমধুসূদন-স্মরণে

তোমাকে যখন মনে পড়ে
দেখি এক সমুদ্রের ঝড়ে
দুরন্ত নাবিক
দিক্‌ভ্রান্ত তবু যেন ঠিক
বন্দরে ভিড়ায় তরী।
আকুল শর্বরী
তোমার তপস্যা-পূত হয়ে
শুভ্র উষা, মুগ্ধ দিগ্বলয়ে।
তোমার ভাষায় শুনি সমুদ্র-ভাষণ
ভীরুতার অমোঘ শাসন
হৃদয়ে জাগর
আজ অবিস্মরণীয় তাই সেই কণ্ঠস্বর

# বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুতে

শাল-প্রাংশু উনিশ শতক
ম্লান হয়ে মুছে গেল দৃশ্যপট হ'তে।
একটি প্রবহমান স্রোতে
ভাঁটা এলো, তারপর শুষ্ক, ভয়ানক
বালিয়াড়ি মরুর মতন।
অপস্থত উজ্জীবনী পণ
শুধু আছে হীন কাল-ক্ষয়!
হৃদয় চায় না আর বুঝিবা হৃদয়
রিক্ত নিঃসঙ্গতা সঙ্গী তার ;
বিশ-শতকের অনুর্বর অন্ধকার
সম্রাট এখন,
ঘোরে ফেরে তার চার পাশে অন্ধ মন॥

## মুক্তি

আমার হৃদয়ে রাত্রি, অন্ধকার তার
নক্ষত্রের আলো হীন দুঃসহ অপার
তবু শুধু ভাবি
আত্মার উজ্জ্বল তীব্র দাবি
একদিন আনবে প্রভাত
এ কলঙ্কী হাত
সদ্যোজাত পবিত্র আবেশে
পৃথিবীর হাত নেবে বুঝি ভালোবেসে
আমার হৃদয়ে রাত্রি কাঁপে
যেন সেই আত্মার উত্তাপে ॥

## সম্ভোগ

তারা-ভরা আকাশের তলে
আত্মা আজ দাঁড়ায় একাকী
স্তব্ধ হয়ে গেছে সব পাখি
পৃথিবীও অন্ধকার জলে
চিহ্নহীন, প্রাংশু আত্মা শুধু
স্তম্ভের মতন আর সবই ছায়া ধূ-ধূ
যেন প্রেতচ্ছবি।
নক্ষত্রের আলোর সুরভি
পেয়েছে আমার আত্মা তার সত্তাময়
তাই তাব অপূর্ব উদয়
তাই রাত্রি সম্মোহিত নারী
আমি বুঝি আজ তাকে বুকে নিতে পারি

## সন্ধান

॥ এক ॥

আমার হৃদয়ে রাত্রি, সময় অচল।
তেমনি কান্নার কথা বলে চোখে জল :
কী যেন হারিয়ে গেছে পৃথিবীর থেকে !
ছিল তারা কে কে
আলো, প্রাণ, যৌবন, ঈশ্বর ?
স্থির হয়ে আছে চরাচর
চন্দ্রে-সূর্যে-নক্ষত্রে-আকাশে
সব যেন শব হৃতশ্বাসে
নিশ্চিহ্ন হবার প্রতীক্ষায় !
আমার হৃদয় আজ আকুল ভিক্ষায়
চায় বিশ্বন্তর আত্মা প্রাংশু অবিনাশী
তবে যেন কান্না মুছে দিয়ে যাবে হাসি
বিচিত্র সময়-স্রোতে তবে যেন পৃথিবী আবার
যৌবন-আলোর খুলে দেবে সিংহদ্বার ॥

॥ দুই ॥

কোনো শুভ্রতাকে যেন চেয়েছিল মন
পাহাড় মেঘের রৌদ্রোজ্জ্বল আলিঙ্গন
মুগ্ধ করে গেছে কবে তা-ই
চোখের আলোতে যেন আলো ক'রে পাই।
এ শুভ্রতা বিশাল আত্মার
নক্ষত্রের গাঢ় অন্ধকার
জ্যোতির্ময় করে অনায়াসে।
তার নীরবতা নেমে আসে
জ্যোৎস্নার মতন।
জীবনের সব আয়োজন
শুধু তাকে পাবে ব'লে বুঝি
হৃদয়ের অন্ধকারে খুঁজি তাকে খুঁজি ॥

## ঘরে

মৃত ইতিহাসের শ্মশানে
কী পেয়েছি আমি ?
সে মূক অতীত শুধু, এ- মন আগামী
উর্বর ভবিষ্য চায়, খোঁজে তার রঙ।
পাহাড় সমুদ্র বন সমতল আনে
নিরবধি ক্লান্তি, যেন তা থেকে বর
আমার নির্জন ঘর ভালো।
ইতিহাস নেই আছে পলাতক মুহূর্তের আলো
নেই নিসর্গের হাতছানি।
মন থেকে মনে কথা আনি
মাঝে মাঝে ভাবি তোমাকেও,
সময়ের নদীতটে এইমাত্র ঢেউ ॥

## নিঃসময়ে

মেঘ-সন্ধ্যা আর আমি আকাশের নিচে।
দিনের সকল আলো মিছে
মনে হয়, মনে হয় সত্য অন্ধকার
আমি যেন ভ্রূণে ফিরে গিয়েছি আবার
সময়ের দাগ মুছে ফেলে।
এ সময় নিঃসময় তার কোলে ঐলে
জন্মমৃত্যু নেই
আমি আকাশেই
একটি ধূসর রেখা, এই পৃথিবীর
ফুরিয়েছে লেনদেন, পৃথুল শরীর ॥

## তুমি

বর্ষার ভোরের মতো বিষণ্ণ যে তুমি,
তোমার মৌসুমী
রাত্রিদিন চলে !
ভিজে যাই জলে
কাছে এসে দাঁড়ালে কখনো।
ভিজে বুঝি তোমার সে মনও
যেই মনে বিষণ্ণতা পেলে।

পৃথিবীর শুরুর এ সুর
তাকে অবহেলে
আনন্দিত কেউ,
জলময় মেঘময় বিষাদের ঢেউ
তবু ব্যাপ্ত আছে বহুদূর
অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘিরে ;
আনন্দের নীড়ে
পৌঁছুবে সে কোনোদিন, তাই
ভালোবাসি বিষণ্ণা যে তাকেই সদাই

## জিজ্ঞাসা

এ-জিজ্ঞাসা থেকে গেল মনে
কেন প্রেম, তার অন্বেষণে
শ্রান্ত এ হৃদয় !
সব যদি দু'দণ্ডের হয়
এত ফুল কেন ফোটে চারপাশে তবে ?
মনে গন্ধ র'বে ?
রয় না তো সবি মুছে যায় ;
প্রগল্‌ভ ভাষায়
যত কথা বলা সব দু'দণ্ডেই শেষ,
শরীরের অবশ আবেশ
মুহূর্তে উধাও ;
কী পাও, কী পাও
প্রেম-যন্ত্রণায়,
শুধু জিজ্ঞাসাই থেকে যায় ॥

## কেন

ভুলেছি যৌবন আর ভুলেছি তোমারে
তবু বারে বারে
দ্বারে কেন বসন্তের হানা :
ভাদ্রের প্রগাঢ় রাতে আনা—
বসন্তের প্রগল্‌ভ বাতাস ?
ভুলেছি যৌবন আব ভুলেছি তোমার বাহুপাশ
তবু আসে দৃঢ় আলিঙ্গনে
প্রতিটি প্রভাত—
সে যেন তোমার মৃত্যু হাত
বাববার কেন হয় মনে ?

## আশ্বিনে

আশ্বিন দিল কি আজ উৎসবের ডাক :
"প্রৌঢ়তার দ্বিধা উড়ে যাক
আমার এ রৌদ্র-মাখা দিনে।"
আমি কি জানিনে
একটি বালক ঘোরে ফিরে
চল্লিশ বছর আগে পদ্মদীঘি-তীরে
ভোরের বাতাসে
এই বদ্ধ ঘরে আজ আসে
তার মৃত মুখ
হবে কি উৎসুক
দিতে তাকে আবার জীবন
কালের যে সর্বনাশা রণ
নিয়ে গেছে তারে
অতীতের গাঢ় অন্ধকারে
রৌদ্র-উজ্জ্বলতা তাকে দিতে পারে বুঝি
আমি মনে অতীতের পৃষ্ঠাগুলো খুঁজি
আর পাই অগাধ সৌরভ
সেখানেই আছে সেই বালকের শব ॥

## ভেজা মন

জলঝড় থেমে গেছে বাইরে এখন।
জলে ভেজা মন
তোমাকেই পায় ফিরে ফিরে,
তুমি যৌবনের সেই জলকন্যা বসে আছ সমুদ্রের তীরে
নিঃসঙ্গ নির্জন।
হৃদয়ের সব আয়োজন
পায়ে ঠেলে বুঝি যাবে চলে
ফের নীল সমুদ্রের জলে।
সিক্ত সুষমায় তাই চুপ ক'রে থাকি।
যা বলার থাক সব বাকি,
থাক বৃষ্টি-ভেজা স্নিগ্ধ মন,
ক'টি মুহূর্তের যাদু, সুস্বাদু স্মরণ॥

## আজও আমি কবি

সমুদ্রে যাইনি আমি, আমার ছিল তো মাটি, ঘর ;
আঘাটায় কামুক বন্দর
আমাকে বাঁধেনি তার লোল বাহুপাশে।
জ্যোৎস্না, তারা, মেঘ-আঁকা আমার আকাশে
ছিল স্বপ্ন গভীর নিবিড় ;
হৃদয়ের স্থির
কেন্দ্রে ছিল প্রেম যা সুরভি
তাই নিয়ে আজও বাঁচি, আজও আমি কবি ॥

## পাপী

উত্তর মেলে না
আমি ডাকি রাত্রি-অন্ধকারে
আমার আত্মারে।
সেখানে কি করে কোলাহল
লক্ষ প্রেত-সেনা
বিস্মৃত রণের হলাহল
পান করে সুরার মতন ?
নির্মল প্রভাত নেই, নিদ্রাহীন মন
নিঃসঙ্গ কান্নায় কেঁদে মরে
বুঝি এই রক্তের ভেতরে
অস্খালিত পাপ
উত্তপ্ত প্রাণেরে দেয় নিয়ত উত্তাপ।

## পাপ

ধূসর বিকেল, সোজা রাস্তা, হাওয়া, তুমি আর আমি
তবু কেন হৃদয়ের পাতালে যে নামি
খুঁজে নিতে ইচ্ছার চেহারা—
আগন্তুক রাত্রির মতন।
নিষ্পাপ সময় ডেকে সারা
তবু সাড়া দেয় না তো মন।
তবু এক অশুভ ইঙ্গিত
তোমাব শরীরে দেয় শীত
আমাকে উত্তাপ।
সব ভুলে গিয়ে কবি পাপ॥

## প্রথম আষাঢ়

প্রথম আষাঢ়
মনে পড়ে ফেলে-আসা মুখগুলি আর
মৃত যৌবনের ঢের সুরভিত দিন,
দিক্‌চিহ্নহীন
আজ এ হৃদয়
কাকে ভালোবেসে কাকে ফেলে যেতে হয়
জানে না তা, শুধু নিঃসঙ্গতা বুঝি চায়
যক্ষ-মন কী যে প্রার্থনায়
আপনাকে শূন্য ক'রে আকাশে তাকায়
চোখে মেঘ-কাজল মাখায়
বুঝিনে জানিনে
শুধু মনে পড়ে মন ভরা ছিল একদিন আষাঢ়ের দিনে

## অসুস্থ সময়

কবে যে উজ্জ্বল বর্তমান
প্রজ্জ্বলিত করবে অতীত
জরা, ভয়, শীত
জয় ক'রে পাব আমি ত্রিকালের প্রাণ !
আজ শুধু অসুস্থ সময়ে
ক্লান্ত আমি ক্লান্ত মুহূর্তের বোঝা বয়ে
অতীত ও ভবিষ্যৎ মেশে না আমাতে
যেন এক অন্ধকার রাতে
হারিয়ে গিয়েছি আমি পরিচয়হীন
পৃথিবীতে ফিরব না যেন কোনোদিন !

# মৃত্যু-নীল

যেন এক জীবনের মানে
রয়ে গেছে নীলিম আকাশে
রয়ে গেছে গাছের শিকড়ে
তার কোনো সঙ্কেত কী আসে
এই আর্ত প্রাণে
নির্জন এ ঘরে ?
আকাশে মাটিতে আমি রেখেছি কী হৃদয় কখনো
কোনো শুভ্র দিনে কোনো অন্ধকার রাতে
নিবিড় সঘন
হয়েছে কী মন কোনো সৃষ্টি-বেদনাতে
তারপর ফিরে এসে ঘরে
উন্মুখর কেটেছে সময় ?
তা যেন কখনো নয়—নয়
তাই আমি মৃত্যু-লীন প্রতিটি প্রহরে ॥

## ট্রেন

দূরে ট্রেন যায়, হায়, এ মাটিতে আমার শিকড়
এই গাছপালা, বাড়িঘর
একটানা সন্ধ্যা ভোর অচল করেছে দেহমন
এখানের যত আয়োজন
শুধু স্থির রেখে যেতে চায়।
বার্ধক্যের এই অবেলায়
তবু আমি চেয়ে থাকি যেন কোনো ট্রেন
আমাকে ডাকবে নিয়ে যেতে
এ খামার-ক্ষেতে
ফুরাবে আমার লেন-দেন ॥

## অন্ধকার থেকে

আমি বুঝি অন্য কোনো আলোকেরে ডাকি
জ্বলে যায় নক্ষত্র জোনাকি
সে আমার নয়।
আমার আত্মার অন্ধকার হবে ক্ষয়
কোন্ আলো পেয়ে ?—
তোমার চোখের আলো, বলো বলো মেয়ে,
সে কি হবে অন্য সূর্যোদয় !

কত দীর্ঘ দিন অপেক্ষায়
কেটে গেল আলো ডেকে ডেকে,
তুমি কোনো ভবিষ্যের অন্ধকার থেকে
মৃত্যুর মতন এক সময়ের গায়
চেয়ে আছ অপলক চোখে,
আমাকে করাবে স্নান মৃত্যুর আলোকে !

## ফুল ফোটে

রাত্রি হতে চেয়েছিলে, তাই রাত্রিময়
তোমার চুলের গন্ধ যেন ফুল ফোটার সময়,
আমি রাখি অন্ধকারে হাত
সে বুঝি আমাকে দেয় যন্ত্রণা আঘাত
যা তুমি, তোমার মন, তোমার হৃদয়।
আজ মনে হয়
তুমি যেন আমাকেই পেতে
রাত্রি গন্ধ অন্ধকার আলোর সঙ্কেতে
এখনো তেমন !
তাই ফুল ফোটে বেল-জুঁই অগণন ॥

## প্রজ্ঞা

আছে বুঝি অন্য কোনো মানে
আকাশের, নক্ষত্রের, আঁধার-আলোর
শুধু মাত্র হৃদয় তা জানে
আকাশের নীলে সেও নীল
নক্ষত্রের আগুনে আগুন
এমনও তো আসে ভরা ভোর
আঁধারের ভ্রূণ
খুলে দেয় খিল
হৃদয় আলোরে চিনে করে আলিঙ্গন !
হৃদয়ের এই সব গূঢ় অন্বেষণ
যৌবন জানে না,
জীবনের বসন্ত আনে না
গুপ্ত আছে যে অমৃত-বারি
শুধু বৃদ্ধ হৃদয়ের দ্বারই
চেনে তা জানে তা
মুছে দিয়ে মৃত যৌবনের স্মৃতি, ব্যথা ॥

## আত্মা

এ পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে।
শুধু আছে শুভ্রতায় বেঁচে
আত্মার মহিমা।
জানে না সে সীমা
বহুদূর নক্ষত্রের থেকে
আনে সে আগুন।
বিনষ্টির হাওয়া যায় হেঁকে,
তবু তো প্রোজ্জ্বল তার ভ্রূণ
জন্ম দেয় আশা।
আমি তার আশা সারাৎসার,
তা'ছাড়া সকলি ধ্রুব মৃত্যুর পিপাসা,
পিপাসিত গাঢ় অন্ধকার।
নচিকেতা-আত্মা মৃত্যুঞ্জয়
আমাকে করেছে বিশ্বে অপার বিস্ময়

## আমি

বহু-ব্যবহৃত এ-আকাশ
তোমার মনের দিকে তাই তো তাকাই
যেই আলো-ছায়া মেঘ পাই
তাতেই হৃদয়ে ফোটে ফুল রাশ-রাশ—
সুরভিত হয় তাতে মন।
না-ই বা করলে সব-কিছু সমর্পণ
আমি তো আমাকে পাই দেবতার মতো
যে- দেবতা কবেই নিহত
যার স্থানে আমি।
তুমি স্থির থাকো হই আমিই আগামী
আমিই অতীত,
আমার নিঃশ্বাস নিয়ে বসন্ত-শরৎ-বর্ষা-শীত
আসে যায়—আমার জীবন।
আমিই বিধাতা, তুমি মাত্র আয়োজন॥

## মৃত্যু

শুধুই তোমার চুলে ছিল বুঝি ফাল্গুনের হাওয়া
শুধুই তোমার চোখে এক-দীঘি জল,
আমার যা কিছু নেওয়া-পাওয়া
তুমি শুধু আর সব বঞ্চনা কেবল।
একটু সময় নেই সময়ের মতো
তুমি আছ নিরন্তর, সতত
তোমাতে সময় বেজে যায়!
কেউ নেই আপনার মহা মহিমায়!

আমার নিভৃত আত্মা সে ও তোমাতেই
আর্ত হয়ে উপস্থিত, নেই
আমার বলতে কিছু আর!
তুমি মৃত্যু দাও তবে শেষ অন্ধকার॥

## ক্ষমতা

আর সেই অন্ধকার নেই :
তুমি এলে যেই অন্ধকারে
অবগাহ্ করত হৃদয়,
আর সেই অন্ধকার নেই।
এখন অনেক আলো হৃদয়ের চারদিকে দেয়ালির মতো
এখন সতত
পৃথিবীর আনাগোনা সমস্ত সময়
তবু যেন পারে
এই মন সময়ের বাইরে দাঁড়িয়ে
আহ্বান জানাতে তোমাকেই।
আর সেই অন্ধকার নেই,
তবু যেন দু হাত বাড়িয়ে
মন সেই অন্ধকার ছুঁতে চায় আর
হয়ে যায় নিজে অন্ধকার ॥

## ফাল্গুনে

আমার জানালা খুলে শিমুলের লালে
প্রথম ফাল্গুন আজ দেখি।
তবু হায় সে কি
আনে ক্ষুধা রক্তের আড়ালে ?

যে- ক্ষুধায় পৃথিবী রমণী !
ফল্গুস্রোত নিয়ে চলে প্রাচীন ধমনী
শুধু প্রাণধারণের অকারণ মোহে।
মন জানে তবু কেউ শিহরিত এই সমারোহে

কোনো প্রাণ বসন্ত-ব্যাকুল,
হৃদয় আহত করে পঞ্চশর—ফুল,
আমি তার কেউ নই, তাই
যেন ফিরে নবজন্ম চাই ॥

## চীন

ফুটুক অনেক ফুল—সে কি আগুনের ফুলঝুরি !
তুমি কি শানাবে ছুরি
তোমাকে ডাকলে আমি ভাই ?
হৃদয়ের কোনো ইতিহাসে লেখা নাই
এই নির্মমতা, অবিশ্বাস ।
তুমি কলুষিত ক'রে দিয়েছ বাতাস
বসুধা কুটুম্ব ভেবে মন
ছিল ঘুমে, তুমি তাকে জাগালে ঘৃণায়,
সে মনোবীণায়
আজ শুধু বাজে রুদ্রতাল ।
আমার আকাশ নীল, তোমার আকাশ থাক লাল

# ভারতের প্রতি

দুর্যোগে তোমাকে দেখি মায়ের মতন
মনে পড়ে দিয়েছ যে স্তন
মনে পড়ে কোটি কোটি ভাই আর বোন
হঠাৎ উজ্জ্বল হয় মন
পেশীতে অমিত বল আসে
দেখি ঘাসে ঘাসে
তোমার পায়ের চিহ্ন ফুটিয়েছে ফুল
এ দুর্যোগে ভেঙে যাক সব মিথ্যা ভুল
যেন আর তোমাকে না ভুলি
যেন রুদ্ধ বাতায়ন খুলি
তোমার চোখের আলো পেতে
পথে ও প্রান্তরে মাঠে ক্ষেতে ॥

## সত্তা

আছে তোমার পাশে কেউ
একান্ত নির্জন যখনই তুমি

মনে করো একটি তা ঢেউ
মনে করো ভোরবেলাকার একটি নির্জন কুসুমই।
তাদের তুমি উত্তীর্ণ হও
হয়ে তবে নির্জন।
নির্জনতা তোমার বিলাস যে
তাকে যে সত্তায় বও
বুঝে কি তোমার মন
মনের পরপারে গিয়ে বাস যে
সত্তার, তা কি বোঝো তুমি ?

## শতাব্দীর অপরাহ্ণে

শতাব্দীর অপরাহ্ণে মন,
হৃদয়, সময় যেন চুপ ক'রে আছে।
উর্বর পৃথিবী, তবু যেন তার কাছে
কিছু আর পাব না এখন।
ভালোবাসা ভয় হয় রক্তের ভেতর,
স্মৃতি বিস্মৃতিতে গিয়ে মেশে,
পরিচিত সব কণ্ঠস্বর
উধাও যেন- বা নিরুদ্দেশে
মৃত্যুর গহনে।
শুধু মৃত্যু ঝরে পড়ে মনে
যে- মন মৃত্যুরই মতো চুপ।
আমি এই শতাব্দীর অপরাহ্ণ, অন্তিম, অরূপ ॥

## পঞ্চাশোত্তর

আমার অরণ্য হ'তে ফুল ঝ'রে গেছে, গেছে সব পাখি উড়ে।
যে নদীর ঢেউ-এর নূপুরে
জড়াত দু চোখে ঘুম, সে-ও গেছে ম'জে।
নীলছায়া নেই আর, রৌদ্রের কাগজে
সাদা শুধু আমার প্রান্তর।
আমি এক পোড়া জমি শুষ্ক, অবান্তর
অতীতের স্বপ্ন নিয়ে বাঁচি :
কবে এসেছিল ফুলে বসন্তের ব্যাকুল মৌমাছি,
কবে বৈশাখীব মেঘে ছিল যে মিতালি
সবুজ পাতায় ছিল বর্ষার গীতালি—
মৃত সেই ছবি আসে যায়।
সেই স্বপ্নে এ মরুকে আজ কেউ চিনবে না হায়!